ফ্যাসিবাদ কি

এবং কিভাবে প্রতিরোধ করিতে হইবে

লিয়ঁ ট্রটস্কি

বাংলা সংস্করণের মুখবন্ধ

ফ্যাসিবাদ যা সর্বপ্রথম ইতালীতে এবং পরবর্তীকালে জার্মানীতে এক প্রতিবিপ্লবী গণআন্দোলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা নিজেকে বুর্জোয়াদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসন এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর উপাদান হিসাবে প্রতিপন্ন করেছিল। আজ যখন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, তারা সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে অনুন্নত দেশগুলির উপর, ফলস্বরূপ উন্নত ও অনুন্নত উভয় দেশগুলিতেই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব চরম নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, এর পাশাপাশি ফ্যাসিস্ট আন্দোলন সর্বত্র তার মাথা তুলছে। ভারতবর্ষে ইতোমধ্যে আমরা ভারতীয় নাজীদের বুটের শব্দ শুনেছি আর গেরুয়া পতাকাধারী বাহিনীর সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করেছি।

এই পুস্তিকাটি ট্রটস্কির ফ্যাসিবাদের উপর লেখাগুলি থেকে গৃহীত সংকলন। ট্রটস্কি লেনিনের পাশাপাশি রুশবিপ্লবের অন্যতম কান্ডারী ছিলেন। পরবর্তীকালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক যখন ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের কৌশল হিসাবে পপুলার ফ্রন্টের লাইনকে সামনে তুলে ধরল, তিনি তার বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ন হন। ভারতবর্ষে পপুলার ফ্রন্টের ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল - যখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই) আগষ্ট-৪২ এর আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। পরবর্তীকালে বাস্তব অবস্থার চাপে তারা তাদের ভুল সংশোধন করলেও পপুলার ফ্রন্টের ধ্যানধারণা আজও ভারতবর্ষের বামপন্থীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে পপুলার ফ্রন্টের ধ্যানধারণাকে প্রথম থেকে বিরোধিতা করেছিল বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আর.এস.পি)।

আর.এস.পি ট্রটস্কির অনেক মূল্যায়ণকে সঠিক বলে না মনে করলেও তারা জন্মলগ্ন থেকে 'পপুলার ফ্রন্ট' অর্থাৎ বুর্জোয়াদের এক অংশের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতিকে বিরোধীতা করে লড়াই গড়ে তুলেছিল।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তীকালে আর. এস.পি নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে 'বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাবস্হানের' নীতিকে গ্রহণ করেছে। আজ তারা সি.পি.আই, সি.পি.আই.এম এর হাত ধরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর বিপরীতে রয়েছে সি.পি.আই.এম.এল.লিবারেশন এর মত বামপন্থী দলগুলি যারা বাস্তব অবস্হার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর বিপ্লবী অবস্হান গ্রহণ করেছে। তবে ঐতিহাসিকভাবে 'পপুলার ফ্রন্ট' এর রাজনৈতিক লাইনের সমর্থক হবার দরুন তারা অতীতে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সাথে জোট গঠন করেছিল। ভবিষ্যতে এই ধরণের ঝোঁককে প্রতিহত করার জন্য মতাদর্শ বিতর্কগুলি চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

'পপুলার ফ্রন্ট' এর ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতেও। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকে বিভিন্ন বুর্জোয়া দলের সঙ্গে জোট গঠন করেছিল এবং ১৯৮০'র পর্বে অন্যতম প্রধান বুর্জোয়া দল আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনী জোট গঠন করে তারা আট পার্টি জোটের শরিক ছিল।

আজ যখন ভারতবর্ষে ও আন্তর্জাতিকভাবে ফ্যাসিবাদী বিপদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে, তখন ভেবে দেখার সময় এসেছে যে প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সাথে মোর্চা গঠন না শ্রমিক দলগুলির যুক্ত মোর্চা কোনটি সঠিক কৌশল। আমরা এই নূতন সংকলনকে উপস্থাপনা করছি এই লক্ষ্যে যে তা ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক স্তরে বামপন্থীদের মধ্যে বিতর্কটিকে মার্কসবাদী দিশায় তুলে ধরবে।

ফ্যাসিবাদ- কি এবং কিভাবে প্রতিরোধ করিতে হইবে

লিও ট্রটস্কি

ভূমিকা

- সৌরবিজয় সরকার

ফ্যাসিবাদ, যা নিজেকে নির্ভীকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করে, নিজেকে সমস্ত রকমের উদারনীতির বিরোধী বলে ব্যক্ত করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

- বেনিতো মুসোলিনী

ইতালীর সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রাক্তন নেতা এবং পরবর্তীকালে ইতালীর ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের নেতা মুসোলিনীর এই দাম্ভিক ঘোষনাই ফ্যাসিবাদের চরিত্রকে অংশিকভাবে চিনিয়ে দেয়। ফ্যাসিবাদের বীজ পোঁতা হয়েছিল ইতীলীতে, কিন্তু পরবর্তীকালে তা জার্মানীতে আরো দানবীয় আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং আন্তজার্তিক চরিত্র নেয়। নাজীদের কথা আমরা সবাই শুনেছি, কিন্তু ফ্যাসিবদ বললেই আমাদের চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা হল সৃস্তিকার চিহ্নযুক্ত পোশাকপরিহিত এক নৃশংস সৈন্যের ছবি। নাজী শব্দটি প্রকৃতপক্ষে হিটলারের সংগঠন - জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক দল (ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্শ পার্টি) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। নাজীবাদ ছিল এক ফ্যাসিস্ট আন্দোলন যা জার্মান জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল আর জীববিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে ''আর্যরাই শ্রেষ্ঠ জাতি'' এই তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছিল। (জাতীয় সমাজবাদ - ''ন্যাশনাল সোস্যালিজম বলতে হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে নাজী আন্দোলনকে বোঝানহত, আর, ফ্যাসিস্ট ভাবতত্ত্বর ভিত্তিতে আন্দোলন যখন চূড়ান্তরূপে সংগঠিত হল তখন তা নাজীবাদ বলে পরিচিতি লাভ করল।)

জার্মানী এবং ইতালীর অভিজ্ঞতা দেখায় যে ফ্যাসিবাদ হল বুর্জোয়াদের চরমতম প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং তা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সহ জীবনের সমস্ত অাঙ্গিকে প্রভাব ফেলার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট ভাবতত্ত্বর উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকলাপ চালায়। নির্দিষ্ট ভাবতত্ত্বরউপর ভিত্তিকরে ক্রিয়াকলাপ চালানোর মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ সমাজে তৈরী করে এক প্রতিবিপ্লবী গণ আন্দোলন যার উদ্দেশ্য শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী ঐক্যের বিভাজন ঘটানো আর সমস্ত প্রতিরোধকে ধ্বংস করা। সেই কারণে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল ফ্যাসিবাদ এবং ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও অনুধাবন, যার উপর ভিত্তি করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারিত হবে। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মার্কসীয় বিশ্লেষণ কোন নির্দিষ্ট সূত্র নয় বা কোন অন্ধবিশ্বাস যুক্ত মতবাদ নয়, বরং তা নির্দিষ্ট বিষয়গত পরিপ্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করা এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। তাই ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং তাদের সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রামে অবতীর্ন হওয়া উচিত। নরমপন্থী বুর্জোয়া দার্শনিক এবং বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গে আপস করা বামপন্থীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ যা মনে করে তা হল যে কোনো ধরণের স্বৈরতন্ত্র এবং স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাই হল ফ্যাসিবাদ। সমগ্র বিষয়বস্তুকে শ্রেনীগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে তাদের বিশ্লেষণের চরিত্র হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক- উদাহরণ স্বরূপ 'হিটলারই ফ্যাসিবাদকে নিয়ে এসেছিল'। নরমপন্থী বুর্জোয়ারা আরো এক ধাপ এগিয়ে স্তালিন এবং স্তালিনবাদী ব্যবস্থাকে 'ফ্যাসিবাদী এবং ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করে। নিঃসন্দেহে এই ধরণের বিশ্লেষণগুলি সর্বপ্রকার শ্রেণীগত বিশ্লেষণ বিবর্জিত।

নরমপন্থী বুর্জোয়া এবং তাদের সাথে আপোস করা বামপন্থীদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার যেহেতু তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুঁজিবাদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুব সঙ্গত কারণেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যেই ঘুরপাক খায়। তাই সচেতন ভাবে বা অবচেতন মনে তারা ফ্যাসিবাদের শ্রেণীগত বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সংস্কারবাদী নন

এমন বহু বামপন্থীরাও ফ্যাসিবাদকে শ্রেনীগত দৃষ্টি ভঙ্গী অর্থাৎ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হন। তাঁদের অবস্থান কখনো এক অতিবাম বিশ্লেষণ যেমন যে কোন দক্ষিণপন্থী শাসন এমনকি সোস্যাল ডেমোক্রাটিক শাসনও ফ্যাসিবাদী, এর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কখনোও তাঁরা অন্য বুর্জোয়া দলগুলিকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে জোট গঠন করার এক দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের শিকার হন। বস্তুতঃ এই অতিবাম এবং দক্ষিণপন্থী বৃত্তেই তাঁরা ঘুরপাক খেতে থাকেন।

তবে এই ধরনের ভ্রান্ত অবস্থানগুলির মূল কারণ লুকিয়ে আছে ১৯৩০ সালের কমিউনিস্ট আন্তর্জার্তিকের রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে, যার উত্তরাধিকারী হবার সুবাদে তাঁদের বিশ্লেষণ এবং অবস্থান বিপথগামী হয়েছে। বস্তুত সেই সময়েই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কমিটার্নের যে মূল্যায়ন ছিল তা হল ফ্যাসিবাদ ফিনান্স পুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের প্রতিনিধিত্ব করে আর তা সামাজিক গণভিত্তি গঠনের চেষ্টা করে। আপাতদৃষ্টিতে এই বিশ্লেষণকে প্রগতিশীল মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্লেষণ দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করা যায় না যে কেন ফ্যাসিস্ট আন্দোলন গণভিত্তি অর্জন করে।

একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ পুঁজিপতি শ্রেণীর এক অংশের প্রতিনিধি - এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আসলে এই ঘটনাকে আড়াল করা হয় যে ফ্যাসিবাদ প্রকৃতপক্ষে সেই দেশের সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্বকরে। এই ভুল বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বের প্রয়োগ ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়র মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল, যখন 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী পপুলার ফ্রন্ট এর নামে সরকারি কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মস্কোর নির্দেশে পুঁজিপতি শ্রেনীর তথাকথিত প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে মোর্চা তৈরী করেছিল তার ফল স্বরূপ শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রর কাছে পদানত হতে বাধ্য করেছিল। এটা মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বের ধারাবাহিকতা ছিল না, বরং ছিল এক ভয়ংকর পশ্চাদপসারণ যার ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছিল মারাত্মকভাবে - স্পেন বিপ্লবের নিষ্ঠুর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।

তবে পপুলার ফ্রন্টের ধ্যান ধারণার আবির্ভাব হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন হিটলার জয় অর্জন করেছে। জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ আবির্ভাবের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কমিন্টার্নের 'সামাজিক ফ্যাসিবাদ তত্ত্বকে, যার আবির্ভাব ঘটেছিল এমন একাট সময়ে যখন নাজীরা শক্তি সঞ্চয় করছে ১৯২৮ সালে কমিংটার্নেরষষ্ঠ কংগ্রেসে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা হল সামাজিক গণতন্ত্র (সোস্যাল ডেমোক্রুসি) এবং ফ্যাসিবাদ মূলতঃ একে অপরের পরিপূরক আর সেই অর্থে যমজ। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তৎকালীন জার্মান কমিনিস্ট পার্টি সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা গঠনের পরিবর্তে তাদের 'সামাজিক ফ্যাসিবাদী' বলে অভিহিত করেছিল। নাজীরা ক্ষমতায় আসরে পরেও স্তালিনবাদীরা গর্ব করে বলেছিল যে তাদের বিশ্লেষণ ১০০ শতাংশ সঠিক। বিস্তারিত ভাবে বললে তারা ঘোষণা করেছিল যে হিটলার খুব বেশিদিন ক্ষমতায় টিকবে না এবং তারপরে সোভিয়েত জার্মানী প্রতিষ্ঠিত হবে। উপরোক্ত বিস্ময়কর বিশ্লেষণের স্থায়িত্ব ছিল তিন, ছয় কি বড়জোড় নয় মাস আর তারপরে তাদের গর্বের ফানুস ফেটে গিয়ে নীরবতার শ্মশান নেমে এসেছিল। ফলস্বরূপ কমিন্টানের সপ্তমকংগ্রেস নাটকীয়ভাবে ১৮০ ডিগবাজী খেয়ে পপুলার ফ্রন্টের ধ্যানধারণাকে সামনে নিয়ে এল। এর ফলে ১৯৩৫ সালে সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মস্কোর লাইন অনুসরণ করে দক্ষিণপন্থী অবস্থানগ্রহণ করল। দুঃখের কথা এটাই যে কমিউনিস্ট কর্মীদের অসামান্য আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, মস্কো নেতৃত্বের ধারাবাহিক পশ্চাদপসারণের দরুণ ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে একটা পর্যায়ের পর আর আগ্রসর হতে পারল না। যাই হোক, মার্কসবাদ - বিরোধী বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগের অন্যদিকে ছিল ফ্যাসিবাদের এক মার্কসবাদী বিশ্লেষণ, যাকে অবলম্বন করে হাজার হাজার বলশেভিক লেনিনবাদী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ফ্যাসিবাদের উত্থানের পর্বে এই বিশ্লেষণ করেছিলেন লিওট্রেটস্কি। তিনি এই কাজ শুরুকরেছিলেন ১৯২২ সালে ইতালীতে মুসোলিনীর বিজয়ের পর আর তাঁর বিশ্লেষণ চূড়ান্তরূপ পেয়েছিল ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলারের বিজয়ের পূর্বে।

অত্যন্ত সঠিকভাবেই তিনি দেখিয়েছিলেন যে কিভাবে পুঁজিবাদের সংকট জনগণের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে আর বিপ্লবী পরিস্থিতির অনুপস্থিতিতে এবং প্রতিষ্ঠিত বাম দলগুলির বেইমানি ফ্যাসিস্ট আন্দোলন এবং ফ্যাসিবাদের গণভিত্তি অর্জনে সাহায্য করে। ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের রূপ সমস্ত দেশে একইরকম নয়, কিন্তু মূলগতভাবে ফ্যাসিবাদী ভাবধারা উগ্র জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। ফ্যাসিবাদ তার সক্রিয় কর্মী হিসাবে জড়ো করে হতাশগ্রস্ত পেটিবুর্জোয়া এবং এমনকি শ্রমিক শ্রেনীর এক অংশ এবং লুম্পেন প্রলেতারিয়েতকে। ফ্যাসিবাদ এই সক্রিয়তাকে ব্যবহার করে মূলতঃ জনগণকে সাম্প্রদায়িক, জাতিগত বা অন্য কোন রূপে বিভাজন ঘটানোর উদ্দেশ্যে, আর সেই লক্ষ্যে পারস্পরিক ঘৃণা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রায়শই সংখ্যালঘুদের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ণ নামিয়ে আনে।

সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস এবং সামাজিক ঘৃণা ও অশান্তি সৃষ্টি করা - উভয় ঘটনাই একই লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। যেহেতু ফ্যাসিবাদ একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করে তার অন্তিম লক্ষ্য শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যকে ধ্বংস করা আর পুঁজিবাদ বিরোধী জনগণের ক্ষোভকে বিপথগামী করা, সেই কারণে ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ জাতি, ধর্ম অথবা অন্যান্য বিবিধ রূপের ভিত্তিকে এক কৃত্রিম শত্রুকে তৈরী করে, আর জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে সেই শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালনা করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই শত্রু হিসাবে তারা অঙ্গুলি নির্দেশ করে সংখ্যালঘু জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দিকে। এর মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ জনগণের ব্যাপকতর অংশকে নিষ্ঠুর দমনপীড়ন এবং রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এর মূল শত্রু হল শ্রমিক শ্রেনী কারণ একমাত্র শ্রমিক শ্রেনীর মতাদর্শ অর্থাৎ মার্কসবাদী মতাদর্শই পুঁজিবাদী মতাদর্শর বিপরীতে দাঁড়িয়ে সমাজের সমস্ত সমস্যার উভস খুঁজতে সাফল্য অর্জন করতে পারে। সেইহেতু ফ্যাসিবাদ তার সক্রিয় কর্মীদের ব্যবহার করে বামদলগুলি এবং বাম মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্দে। শ্রমিকশ্রেনীর সকল রকম প্রতিরোধকে চূর্ণ বিচূর্ণ করাই তার আসল উদ্দেশ্য। তবে স্বাভাবিক ও স্থায়ী অবস্থায় যখন পুঁজিবাদের সংকটকে আপাতবাবে সামাল দেওয়া যাচ্ছে, পুঁজিপতিরা সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্দ্রের মাধ্যমে শাসনকার্য চালানোই পছন্দ করে। কারণটা আর কিছুই নয়, যেহেতু ফ্যাসিবাদ ব্যাপকভাবে সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি করে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা পুঁজিপতিদের কাছেও কাম্য নয়, বরং কাম্য সংসদীয় গণতন্ত্র। উন্নত এবং উন্নয়শীল উভয় প্রকারের দেশগুলিতে 'সংসদীয় গণতন্ত্র' পুঁজিপতিদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনেরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র যেমন পুলিশ, মিলিটারী, আমলার মাধ্যমে পুঁজিপতিরা জনগণের পূঁজিবাদবিরোধী ক্ষোভ বিক্ষোভকে দমন করে। এটাই বুর্জোয়া গণতন্ত্রর চরিত্র যা জনগণকে কিছু আপাত গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন একদিনের ভোটাধিকার ইত্যাদি প্রদান করে, কিন্তু তার প্রকৃত গণতন্ত্র বিরোধী চেহারা বেরিয়ে পড়ে যখন তা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধকে দমন করে। এতদসত্ত্বেও তা ফ্যাসিবাদ নয় কারণ তা ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে সমাজের মধ্যে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের জন্ম দেয় না। আবার তা একনায়কতন্ত্রী শাসনেরও প্রতিনিধিত্ব করে না, যে শাসনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রদত্ত 'গণতন্ত্রের' ছিটেফোঁটাও থাকে না, কিন্তু যখন পুঁজিবাদের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয় এবং পার্লামেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা পুঁজিপতিদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তখন পুঁজিপতিরা বিভিন্ন ধরণের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা চালায়। চিলিতে পিনোচেতের শাসনব্যবস্থা অথবা ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থার সময়ে ইন্দিরা গান্ধীরনেতৃত্বে কংগ্রেস-আই এর শাসন এই ধরণের শাসনব্যবস্থারই নমুনা। ঐই ধরণের শাসন চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং নিষ্ঠুর এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রে থেকেও বেশি দমনপীড়নকারী কারণ তা জনগণের সংগঠিত হবার অধিকার প্রদান অস্বীকার করে। যদিও উপরোক্ত শাসনব্যবস্থা একধরণের একনায়কতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, তা মূলতঃ জনগণের প্রতিরোধকে রক্তাক্ত দমন পীড়নের উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে, কিন্তু ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ ও প্রয়োগ এখানে অনুপস্থিত থাকে। যেহেতু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার

জন্ম দেয়। ফলে পুঁজিপতিদের তরফেও জনগণের পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবার বিপদ থাকে। এখানেই একচেটিয়া পুঁজি ও বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষায় ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ তার গুরুত্ব বহন করে। ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র অন্যান্য একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থাগুলির মত সমস্ত ধরণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে আর শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনগুলিকে এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পেটিবুর্জোয়া বা বুর্জোয়া নরমপন্থী সংগঠনগুলিকেও নিষ্ঠুরভাবে দমন করে, কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা অন্যান্য একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রর মূল তফাত হল ফ্যাসিবাদ প্রতিবিপ্লবী মতাদর্শ এবং সামাজিক গণআন্দোলনের উপর ভর করে গড়ে ওঠে। তাই শ্রমিক শ্রেণী এবং কমিউনিষ্টদের কাছে তা অনেক বেশি ক্ষতিকারক। ফলে হিটলার জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের বীজ রোপন করেছিল - এই বিশ্লেষণ ঠিক নয়, বরং ফ্যাসিবাদী আন্দোলন এবং জার্মান একচেটিয়া পুঁজি হিটলারকে ক্ষমতায় এনেছিল, এটা বলাই বাঞ্ছনীয়। স্তালিনবাদী শাসনব্যবস্থা নিষ্ঠুর এবং রাজনৈতিকভাবে ও প্রয়োগগতভাবে তা বলশেভিকবাদের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও, তা রুশবিপ্লবের কিছু সফলের উপরই ভর করে দাঁড়িয়েছিল এবং একইসঙ্গে তা সোভিয়েত গণতন্ত্রকে বিকল করে দিয়ে আমলাতন্ত্রের স্বার্থ চরিতার্থ করছিল। তাই তা কোনভাবেই ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা নয়, বরং 'বিকৃত শ্রমিক রাষ্ট্রর' মাধ্যমে তা ছিল এক অপুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা। ট্রটস্কি ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য বুর্জোয়া শাসনতন্ত্রের পার্থক্যসূচিত করে ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি চিহ্নিত করেছিলেন যে পপুলার ফ্রন্টের নামে পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে জোটবন্ধন ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং শ্রমিক শ্রেনীর আন্তর্জাতিকতাবাদকে দুর্বল করবে। পপুলার ফ্রন্টের বিপরীতে তিনি 'শ্রমিক শ্রেনীর যুক্ত মোর্চা' অর্থাৎ অন্যান্য শ্রমিক দলগুলির সঙ্গে মোর্চা গঠনের কৌশলকে সামনে তুলে ধরেন। মজার কথা এই যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অসাধারণ সংগ্রাম সত্ত্বেও মস্কো আমলাতন্ত্র ট্রটস্কিকে 'প্রতিবিপ্লবী' ও 'ফ্যাসিস্ট দালাল' হিসাবে অভিহিত করে। বস্তুতঃ ততদিনে আমলাতন্ত্র পার্টি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে কব্জা করে ফেলেছিল। মস্কো নেতৃত্ব তার 'সামাজিক ফ্যাসিবাদ' বিশ্লেষণের পর্বে ট্রটস্কিকে প্রতিবিপ্লবী হিসাবে অভিহিত করেছিল, কারণ ট্রটস্কি সেই পর্যায়ে সামাজিক গণতন্ত্রী (সোস্যাল ডেমোক্রাট) দের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা গঠনের কৌশলকে সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেই পর্যায়ে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি আর তার গণসংগঠন গুলির শক্তি সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে সমতুল্য ছিল। ফলে যদি প্রকৃত 'যুক্ত সংগ্রাম' এর কৌশল অবলম্বন করা যেত, সম্ভবত ফ্যাসিবাদের বিজয়কে প্রতিহত করা সম্ভব হত। কিন্তু যুক্ত মোর্চা গঠনের অর্থ এই ছিল না যে, ট্রটস্কি, যিনি তখনও কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে ছিলেন। সোস্যাল ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে সমস্ত সমালোচনা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে সোস্যাল ডেমোক্রাটরা ছিল বিশ্বাসঘাতক আর পুঁজিপতিদের দালাল। তারা পূর্বে রোজা লুক্সেমবুর্গ আর কার্ল লিবনেখটকে হত্যার মধ্য দিয়ে জার্মান বিপ্লবকে সমাধি দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তাদের কার্যক্রম কোন 'ফ্যাসিবাদী মতাদর্শর' উপর দাঁড়িয়েছিল না, আবার তারা পুরোদস্তুর বুর্জোয়া পার্টিও ছিল না। তারা ছিল মূলগতভাবে শ্রমিক দল যাদের নেতৃত্ব পুঁজিবাদের সাথে আপোস করেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের সংকট সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভবিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তাই যুক্ত মোর্চার কৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে সাধারণ শ্রমিক ও ছাত্রদের বিশ্বাসঘাতক ও বিপথগামী নেতৃত্বের থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হত। কিন্তু সুবিধাভোগী মস্কো আমলাতন্ত্র বলপূর্বক তাদের তত্ত্বের উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছিল আর ট্রটস্কির সঙ্গে সৎ ও সঠিকভাবে বিতর্কের পরিবর্তে তারা সমস্ত রকমের নিপীড়ণ ও অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা ট্রটস্কির চিন্তাভাবনাকে রুদ্ধ করেছিল। যদিও বিপ্লবী মার্কসবাদীরা ১৯৩০ এবং পরবর্তীকালে ট্রটস্কির বিশ্লেষণকে পাথেয় করে নায়কোচিত লড়াই করেছিলেন, তাঁরা একটা পর্বের বেশি এগোতে পারেননি।

যাই হোক এই মার্কসীয় বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক এবং ভারতবর্ষের জাতীয় প্রেক্ষাপটে আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। 'সামাজিক ফ্যাসিবাদ' এবং 'পপুলার ফ্রন্ট'

এর তত্ত্ব এবং প্রয়োগ এখনও বিভিন্ন সৎ পার্টি কর্মী, নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে গ্রহণযোগ্য। সেই হেতু লিও ট্রটস্কির মার্কসীয় ধ্যান ধারণা বাম মনোভাবাপন্ন ব্যাপক অংশের কাছে ব্যাখ্যা করা আর শ্রমিক শ্রেনী, কৃষক এবং যুবককে পুঁজিবাদ বিরোধী দিশায় সংগঠিত করা সর্বদাই জরুরী।

ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে ভারতীয় 'প্রেক্ষাপটে ব্যাখা করার আগে আমাদের বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ভারতীয় সমাজের জটিলতার দিকে তাকিয়ে দেখা দরকার। ভারতবর্ষে শ্রেণীগত শোষণের বাইরেও আছে জাতি ও জাতপাত গত শোষণ, ধর্মর ভিত্তিতে শোষণ ও লিঙ্গভিত্তিক শোষণ ইত্যাদি। তাই সংস্কৃতি গত দিক থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচীন কাল থেকেই দমন পীড়নমূলক সংস্কৃতির প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। যদিও শ্রেণীগত এবং জাতপাতগত শোষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই অঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, ভারত রাষ্ট্র ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি হিসাবে সর্বদাই শোষক হিসাবে হিন্দু উচ্চবর্নদেরই সমর্থন কবেছে- কারণটা হল উচ্চবর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের উপর নিয়ন্ত্রন। ভারতবর্ষের পুঁজিপুঁতি শ্রেনী অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির শাসকদের মতোই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলিকে সমাধান করেনি, বরং সামন্ততন্ত্রের অবশেষ এবং জাতপাত গত শোষণ সহ অন্যান্য সমস্ত ধরণের শোষণকে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। জাতপাতগত শোষণের বহিপ্রকাশ প্রায়শই শহরের থেকে গ্রামাঞ্চলে অধিকতর বর্বরভাবে ঘটতে দেখা যায়। সাম্রদায়িকতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, যা আধুনিক রাজনীতির ঘটনাবলী, দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক বিভাজন এবং শোষণের উপর ভিত্তি করে । ভারবর্ষে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ক্ষোভকেপরিচালনা করেছিল, উল্টোদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ সর্বদাই মুসলিম বিরোধী রাজনীতিকে ব্যবহার করত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপর প্রভাব বিস্তার কবার জন্য। তবে মূল যে কারণে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ এমনকি কুড়ি বছর আগেও নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে বৃদ্দি ঘটাতে পারেনি, তা হলে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া দল কংগ্রেস-আই তখনও ভারতীয় জনগণের উপর তার প্রভাব ধরে রেখেছিল আর একই সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিদের পরিপূর্ণ আস্থা অর্জনে সক্ষম ছিল। পুঁজিপতিদের জনবিরোধী আইন প্রণয়ণ এবং শ্রমিক আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমনের পাশাপাশি কংগ্রেস আই নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলতেও অভ্যস্ত ছিল। এমনকি আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি হিন্দু এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রায়শই ব্যবহার করত নির্বাচনী ফায়দা তোলারজন্য। যদিও ভারতীয় বড় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস আই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রচার এবং সাম্প্রদায়িকতার নরম তাস খেলতে অভ্যস্ত, তারা কখনোই 'হিন্দুত্ববাদকে' তাদের মূল কর্মসূচী হিসাবে ঘোষনা করেনি। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল এই সমস্ত দলগুলি কখনোই সাধারণ মানুষের মূল সমস্যাগুলি সমাধান করার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেনি আর সর্বদাই শোষকদের সঙ্গ দিয়েছে। তাই যখন পুঁজিবাদের সংকট তীব্র হল আর ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধরণের শোষণ আরো ভয়ংকর চেহারা ধারণ করল, কংগ্রেস-আই বা অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির পক্ষে জনগণের উপর পূর্বেকার প্রভাব ধরে রাখা সম্ভবপর হল না। ভারতীয় বামপন্থীদের অধিকাংশ নির্লিপ্তভাবে পার্লামেন্টারী রাজনীতি অনুসরণ করার ফলে ও প্রায়শ বুর্জোয়া দলগুলি সঙ্গে চুক্তি করার দরুণ সমস্যার মূলগত কারণগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরতে অস্বীকার করায়. শ্রেণী শত্রুদের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও পুজিবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত কবতে ব্যর্থ ছিল। এই সমস্ত বিষয়গত ও বিষয়ীগত কারণগুলিই ফ্যাসিবাদের জনি তৈরী করে দিয়েছিল। পূর্বে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ সাম্প্রদায়িক মতামত প্রচারে এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার মত দাঙ্গায় সক্রিয় ভুমিকা পালন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এখন তা এক শক্তিশালী মুসলিম বিরোধী আন্দোলন হিসাবে সমাজের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করল। এই ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বয়ংক্রিয়াভাবে ঘটে যায়নি। আর এস এস এবং তার বিভিন্ন শাখা যারা এমনকি 'জার্মান জাতির গরিমা' এবং ইহুদীদের হত্যাকে মহিমান্বিত করে থাকে, উদ্দেশ্যপূর্নভাবে হিন্দুত্বর কর্মসূচীকে ভারতীয় জনগণের সামনে তুলে ধরল এবং ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘুবিরোধী এবং মূলতঃ মুসলিম বিরোধী ঘৃণা ছড়িয়ে দেবার

মাধ্যমে জনগণের সামনে এটা তুলে ধরতে চাইল যে সব সমস্যার মূল আসলে মুসমিলরাই। হতাশগ্রস্ত জনগণ কোন বিকল্প না পেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বজরং দল এবং তাদের রাজনৈতিক শাখা ভারতীয় জনতা পার্টি (বি.জে.পি)'র পতাকাতলে জড়ো হতে শুরু করল। জয়রাস বানাজীর লেখনীতে-

''ঘৃণার মতাদর্শ প্রচার এক হিংসার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শারীরিক আক্রমণ ও গণহত্যার জমি তৈরী করে দিয়েছিল, যেখানে সাম্প্রদায়িক 'দাঙ্গা' গুলি (অর্থাৎ সংগঠিত হত্যাগুলি) যে কোন সময়ে ঘটতে পারে, বলতে গেলে যা প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত করা হয়। হিংসার পরিবেশ'' প্রকৃতপক্ষে তৈরী করা, যাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় এক উদ্ভাবিত প্রয়োগ (স্বাজ্রপ্রনব্দ)। আর.এস.এস, বজরং দল এবং অন্যান্য ফ্যাসিবদী শাখাগুলি দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনের লক্ষ্য ভারতীয় জনগণকে 'হিন্দু জাতীয়তবাদের' ভিত্তিকে এক একক জাতির মতাদর্শে ঐক্যবদ্ধ করা - যার উদ্দেশ্য শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে কোন ধরণের প্রতিরোধকে ধ্বংস করা। যদিও আর.এস.এস ভূয়া স্বদেশীর স্লোগান তুলে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ক্ষোভ বিক্ষোভকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে মুক্ত অর্থনীতিকে আরো তীব্রভাবে রূপায়ণ করে আর বিভিন্ন শ্রমিক বিরোধী আইন প্রণয়ণ করে। এটা আগে থেকে বলে দেওযা মুসকিল যে কখন ভারতীয় বড় বুর্জোয়ারা ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রকে সম্পূর্নভাবে আমন্ত্রণ জানাবে। কখন ফ্যাসিবাদকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হবে, এই প্রশ্নে ভারতীয় বুর্জোয়োরা বিভক্ত হতে পারে, কিন্তু তারা পরিস্কারভাবে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে একটা বিকল্প হিসাবে মনে করে আর যখন তারা সংসদীয় গণতন্ত্র এবং তার আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে, তারা ফ্যাসিবাদকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে। এই কারণেই ফ্যাসিবাদ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী এবং খেটেখাওয়া মানুষের কাছে মূল বিপদ যেহেতু ফ্যাসিবাদ সমাজের সমস্ত রকম অঙ্গণ- সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে।

যখন এই সমস্ত বিশ্লেষণকে এক করে একটা কর্মসূচীর প্রশ্ন আসে, তখন আমাদের ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক আবির্ভাবকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন আর ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সেই বিশ্লেষণকে যাচাই করা দরকার।

বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও মনে করে যে ফ্যাসিবাদ অনুন্নত দেশে বিজয়লাভ করতে পারে না। এই যুক্তিকে খন্ডন করতে গেলে আমাদের অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে হয় যেখানে আমরা দেখতে পাই ইতালি আদৌ উন্নত দেশ ছিল না। একই সঙ্গে আমরা যদি ১৯৩০ এর এবং আজকের ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজতে যাই, তা এক চরম ভুল হবে। অতীতের প্রথাগত ফ্যাসিবাদ এর জনপ্রিয় সমাজতান্ত্রিক মুখোশ আজকের দিনে অনুপস্থিত যেহেতু 'সমাজতন্ত্রের' পতন ঘটেছে আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের কাছে সমাজতন্ত্রের আকর্ষন কমে এসেছে।

ফলে গেরুয়া ফ্যাসিবাদকে কখনো তার কর্মসূচীতে ভুয়া 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দও ব্যবহার করতে দেখা যায় না। যাই হোক ফ্যাসিবাদের মূল মতাদর্শ যে জায়গায় ছিল সেই জায়গাতে আছে। এর পাশাপাশি শ্রেণী সংগ্রামের মূল মার্কসবাদী বিশ্লেষণ এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের কৌশলেরও মূলগতভাবে পরিবর্তন ঘটতে পারে না। সংসদীয় লাভের জন্য অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির সার্থে মোর্চা গঠন সাময়িকভাবে ফ্যাসিবাদী দলকে ক্ষমতা দখল থেকে বিরত রাখতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি বিচারে তা ফ্যাসিবাদের জমিকে শক্ত করে। ঐতিহাসিকভাবে এবং ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। ফলে যা প্রয়োজন তা হল তত্ত্ব এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিক শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি। আদর্শগতভাবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের স্বরূপ সম্পূর্নরূপে উন্মোচন করা প্রয়োজন, কারণ তা ফ্যাসিবাদী মতাদর্শর মূল অনুপ্রেরণা আর ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলগুলির অধিকাংশই এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে ঘিরে আবর্তিত হয় । ভারতীয় বামপন্থীরা এখনও বিশ্ব অর্থনীতিকে বিভিন্ন স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির সংমিশ্রণ বলে মনে করে আর অস্বীকার করে যে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্বায়মের যুগে জাতীয় অর্থনীতি

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব অর্থনীতিরই অংশ আর এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বুর্জোয়ারা সামাজ্যবাদের দালাল। জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ভারতীয় বামপন্থীরা বোকার মত স্বাতন্ত্র বা 'স্বদেশীর' স্লোগান তোলে, যার সাথে আর.এস.এস এর 'স্বদেশী' স্লোগান এর কোনো পার্থক্য নেই, যদিও উভয়পক্ষের উদ্দেশ্য এক নয়। বামপন্থীদের অন্য অংশ, যারা তুলনামূলকভাবে অধিকতর বিপ্লবী (র‍্যাডিক্যাল) এখনও মনে করে যে ফ্যাসিবাদ এবং সামাজ্যবাদরে বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে মোর্চা গঠনের প্রয়োজন আছে। সেই কারণে তারা সঠিক শ্রেনীগত দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামকে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে পর্যবসিত করতে ব্যর্থ হয়।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে বিরোধিতা করতে যা দরকার তা হলে শ্রমিকশ্রেণীর যুক্ত মোর্চা, যা কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করবেনা, আন্তর্জাতিক দিশা থেকে পুঁজিবাদ বিরোধী কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচীকে সামনে তুলে ধরবে। শ্রেণীগত শোষণের পাশাপাশি ভারতীয় সমাজের সমস্ত ধরণের শোষণ যেমন জাতপাত, ধর্ম, ভাষাগত, লিঙ্গগত ইত্যাদিকে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে হবে এবং সমস্ত ধরণের প্রতিষ্ঠান বিরোধী আন্দোলনকে বিপ্লবী মার্কসবাদী দিশা থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ও পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলকে জোরদার করবার উদ্দেশ্যে সংযুক্ত করতে হবে। আমরা এই নূতন সংকলনকে উপস্থাপনা করছি - যা ট্রটস্কির এই বিষয়ের উপর লেখাগুলি থেকে গৃহীত সংকলন আর ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের এক হাতিয়ার।

ফ্যাসিবাদ - কি ?

নভেম্বর ১৫, ১৯৩১ সালে
এক ব্রিটিশ কমরেডকে লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত,
জানুয়ারী ১৬, ১৯৩২ এ 'দ্য মিলিটান্ট' এ প্রকাশিত

ফ্যাসিবাদ কি ? শব্দটার উৎস ইতালীতে। সবধরণের প্রতিবিপ্লবী একনায়কতন্ত্রই কি ফ্যাসিবাদী (বলতে গেলে ইতালীতে ফ্যাসিবাদ আসার পূর্বে) ?

১৯২৩-৩০ এ স্পেনে প্রিমো ডে রিভরোর একনায়কতন্ত্রী শাসনকে কমিন্টার্ন অভিহিত করেছিল ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র হিসাবে। এই বিশ্লেষণটা কি সঠিক ছিল ? আমরা মনে করি এটা সঠিক ছিল না।

ইতালীতে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন ছিল ব্যাপক জনগণের এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন - যেখানে নূতন নেতৃত্ব তৃণমূলের সাধারণ কর্মীবৃন্দ থেকে উঠে আসছিল। এই আন্দোলন মূলগতভাবে ছিল বড় বড় পুঁজিপতি শক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এবং আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত এক গণ আন্দোলন, যার সামনের সারিতে ছিল পেটি বুর্জোয়া জনতা, হতদরিদ্র শ্রমিক এবং কিছু পরিমানে শ্রমিক শ্রেনীর এক অংশ। মুসোলিনি, এক পূবর্তন সমাজতন্ত্রী, এই আন্দোলন থেকে স্বগঠিত এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। প্রিমো ডে রিভেরা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি উচ্চপদস্থ মিলিটারী এবং আমলাতান্ত্রিক প্রশাসক ছিলেন আর ক্যাটালোনিয়ার প্রধান প্রশাসক ছিলেন। রাষ্ট্রশক্তি এবং মিলিটারী বাহিনীর সহায়তায় তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। স্পেন এবং ইতালীর একনায়কতান্ত্রিক শাসন দুটি ছিল ভিন্ন ধরণের, তাদের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদী বাহিনীর সহায়তায় পুরাতন মিলিটারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কব্জা করতে মুসোলিনীকে বেগ যেতে হয়েছিল। প্রিমো ডি রিভেরার ক্ষেত্রে এই সমস্যা হয়নি।

জার্মানীর আন্দোলন ইতালীর সঙ্গে প্রায় সমগোত্রীয় ছিল। এই ছিল এক গণ আন্দোলন, যেখানে নেতৃত্ব বহুল পরিমাণে 'সমাজতন্ত্রী' বুলির আশ্রয় নিয়েছিল।

বস্তুতঃ তা গণআন্দোলন তৈরীর পক্ষে জরুরী ছিল।

তবে ফ্যাসিবাদের প্রকৃত ভিত্তি ছিল পেটি বুর্জোয়া জনগণ। ইতালীতে ফ্যাসিবাদের বিরাট গণভিত্তি ছিল -- একদিকে শহর এবং মফস্বলের পেটি বুর্জোয়া জনতা এবং অন্যদিকে কৃষক, এই ছিল ফ্যাসিবাদের গণভিত্তির মূল আধার। জার্মানীতে একইভাবে ফ্যাসিবাদের এক বিরাট গণভিত্তি ছিল ....

এটা বলা যেতে পারে, এবং বাস্তবত তা ঠিকই, যে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্টের পরিচালকরা এবং বেসরকারী প্রশাসকরাও এই ধরণের ভিত্তি তৈরী করতে পারে, কিন্তু এটা একটা নতুন ধরণের প্রশ্ন, যাকে অবশ্যই বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করার যোগ্যতা অর্জনের আগে ফ্যাসিবাদী দর্শন সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদ কি ? তার ভিত্তি, রূপ এবং চরিত্র কি ?

ফ্যাসিবাদের অগ্রগতি কিভাবে ঘটে ?

প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গেলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

কিভাবে মুসোলিনী বিজয় লাভ করল ?

'এরপর কি ? জার্মান প্রলেতারিয়েতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ১৯৩২' থেকে উদ্ধৃত

যে মূহূর্তে বূর্জোয়া একনায়কতন্ত্র তার সংসদীয় কাঠামো ও 'স্বাভাবিক' পুলিশও মিলিটারী পরিকাঠামোর মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, ফ্যাসিবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ফ্যাসিবাদী সংস্থার মাধ্যমে পুঁজিবাদ উন্মত্ত পেটি বুর্জোয়া জনতা, শ্রেণী বিচ্যুত এবং আত্মবিশ্বাসহীন লুম্পেন প্রলেতারিয়ত - এককথায় ফিনান্স পুঁজির দ্বারা শোষিত বেপরোয়া ও উন্মত্ত জনগণকে জড়ো করে।

ফ্যাসিবাদের থেকে পুঁজিপতিরা দাবী করে এক ধারাবাহিক কার্যক্রম-

বস্তুতঃ তাদের তৈরী গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর তারা জোর দেয় আগামী বছর গুলিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ফ্যাসিবাদী সংস্থা পেটি বুর্জোয়া জনতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তার পথের সমস্ত বাধাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে কার্যসাধন করে। ফ্যাসিবাদ বিজয় লাভ করার পর তার হাতে ইস্পাতের আধারের মত সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলি, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক এবং শিক্ষাগত ক্ষমতা, সৈন্য বাহিনী, পুর সভা, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, প্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন,কোঅপারেটিভ সহ সমগ্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্টানগুলির ক্ষমতা করায়ত্ত করে। যখন রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী রূপ নেয়, তার অর্থ কেবল এই নয় যে সরকারি পদ্ধতি এবং রূপগুলি মুসোলিনীর প্রদর্শিত পথে কাজ করে -- এই প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনগুলি শেষ বিচারে গৌণ ভূমিকা পালন করে, বরং এর অর্থ সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেনীর সংগঠন গুলিকে ধ্বংস করা হয়। শ্রমিক শ্রেনী এক আকারহীন অবয়বে পরিণত হয়, এবং এমন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তৈরী করা হয় যা জনগণের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করে শ্রমিকশ্রেণীর স্বকীয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। বলতে গেলে এটাই ফ্যাসিবাদের সারসংক্ষেপ ...

ইতালীতে ফ্যাসিবাদ বিপুল শক্তি অর্জন করেছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে - যার কারণ ছিল ইতালীর শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুথানে সংস্কারবাদীদের বেইমানি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সময় থেকে, ইতালীর বিপ্লবী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং ১৯২০র সেপ্টেম্বরে শ্রমিকরা কারখানা এবং শিল্পগুলি দখল করে নেয়। শ্রমিক শ্রেনীর একনায়কত্ব ছিল এক প্রকৃত ঘটনা। যার অভাব ছিল তা হল একে সংগঠিত করা এবং এর থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলি গ্রহন করা। সোস্যাল ডেমোক্রুসি ভয় পেল এবং পিছু হটল। সাহসী এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পর শ্রমিকশ্রেনী নেতৃত্বের অভাবে সামনে শূন্যতা দেখতে লাগল।

ফ্যাসিবাদের শক্তি বৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের ছত্রভঙ্গ হয়ে হওয়া। সেপ্টেম্বরেই বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর নভেম্বরে সমগ্র ইতালী প্রত্যক্ষ করেছিল ফ্যাসিস্টদের সর্বপ্রথম বড় সমাবেশের

(বেলোগনার দখল)।

(সূত্র : বোলোগনা-তে হিংসাত্মক কার্যক্রমের ফ্যাসিবাদী প্রচার শুরু হয়েছিল ১৯২০ সালের ২১শে নভেম্বর। পুর নির্বাচনে জেতার পর যখন সোস্যাল ডেমোক্রাট পুরপ্রতিনিধিরা শহরের এক সভাকক্ষে নতুন মেয়রকে পেশ করতে উঠেছিল তারা সম্মুখীন হয়েছিল বন্দুকের গুলির। এই ঘটনায় ২০ জন নিহত আর ১০০ জন আহত হয়েছিল। এরপর ফ্যাসিস্টরা সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলগুলিতে তাদের দমনপীড়নমূলক অভিযান শুরু করেছিল। এই গ্রামাঞ্চলগুলিতে 'রেড লীগের' শক্তিশালী ভিত্তি ছিল। কালো পোশাক পরিহিত, অ্যাকশন স্কোয়াডের কর্মীরা, বড় জমিদারদের পাঠানো গাড়িতে চড়ে বিদ্যুতের গতিতে গ্রামগুলির দখল নিয়ে নিয়েছিল। তারা পিটিয়ে বামপন্থী কৃষকদের ও শ্রমিকনেতাদের হত্যা করেছিল। তারা বিপ্লবীদের সদর দপ্তরগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল আর জনসাধারণকে করেছিল সন্ত্রস্ত্র। তাদের মসৃন সাফল্যে উল্লসিত হয়ে ফ্যাসিস্টরা বড় শহরগুলিতে আক্রমন শুরু করল।)

এটা ঠিকই যে এমনকি সেপ্টেম্বরের বিপর্যয়ের পরও শ্রমিকশ্রেণী রক্ষনাত্মক লড়াই চালাতে সক্ষম ছিল। কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্রাসি কেবলমাত্র একটা জিনিস নিয়েই চিন্তিত ছিল-কিভাবে একের পর এক সুবিধার বিনিময়ে শ্রমিকদের প্রতিরোধ থেকে নিবৃত্ত করা যায়। তারা ভেবেছিল যে শ্রমিকদের এই ধরনের বশ মানা আচরণের ফলে পুঁজিপতিদের মতামত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এমনকি সংস্কারবাদীরা গভীরভাবে নির্ভর করেছিল রাজা ভিক্টর এমানুয়েলের সাহায্যের উপর।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা প্রানপনে চেষ্টা চালিয়েছিল শ্রমিকদের মুসোলিনির বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে। এর ফলে তাদের কোনো লাভ হয়নি। বুর্জোয়াদের উচ্চতর অংশের সাথে রাজাও ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন। একদম অন্তিম মুহূর্তে তারা যখন বুঝতে পারল যে ফ্যাসিবাদকে পুজিপতিদের সামনে নতজানু আচরন দিয়ে রোখা যাবে না, সোস্যাল ডেমোক্রাটরা শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে সাধারন ধর্মঘটের ডাক দিল। কিন্তু তাদের সেই আহবান এখন অশ্বডিম্ব প্রসব করল। সংস্কার বাদীরা বিস্ফোরন ঘটার ভয়ে আগুন জালাবার কাঠকে এতটাই ভিজিয়ে দিয়েছিল, যে একন তারা শঙ্কিত হাতে আগুন জ্বালাতে চাইলেও সেই কাঠে আগুন ধরল না।

আবির্ভাবের দুবছরের মধ্যে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হল। ফ্যাসিবাদ নিজেকে সুরক্ষিত করেছিল কিন্তু তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাতেহয় যে ঘটনাকে তা হল তাদের প্রথম পর্বের শাসনের সমসাময়িক অনুকুল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে, ১৯২১-২২ অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থার পরে যা সৃষ্টি হয়েছিল। ফ্যাসিষ্টরা বিদ্রোহী প্রলেতারিয়েতকে পেটি বুর্জোয়া শক্তির সহায়তায় দুমড়ে দিয়েচিল। কিন্তু তা একটি ফুৎকারে সম্ভব হয় নি। ক্ষনতায় আসার পরও। মুসোলিনীকে সাবধানের সাথে পা ফেলতে হয়েছে, তার কাছে তখনও কোন অনুকবণীয় ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম দু বছরে এমনকি সংবিধানের ও কোন পরিবর্তন ঘটান হয় নি। সেই পর্বে ফ্যাসিস্ট সরকার এক মোর্চার চরিত্র ধারন করেছিল। একই সময়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনী ব্যস্ত ছিল মুগুর, ছুরি এবং পিস্তলের ব্যবহারে, যাদের সহায্যতায় ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার পূর্ণতা লাভ করেছিল, যার অর্থ ছিল স্বতন্ত্র গণসংগঠনগুলির সম্পুর্ন ধ্বংসসাধন।

মুসোলিনীকে তা অর্জন করতে ফ্যাসিস্ট পার্টিকে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে ঢেলে ঢেলে সাজাতে হয়েছিল। পেটিবুর্জোয়া জনগণের জঙ্গীপনাকে ব্যবহার করার পর ব্যবহার করার পর, ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনের পরিধির মধ্যে তার কণ্ঠরোধ করেছিল। এছাড়া মুসোলিনীর আর কিছু করার ছিল না, কারণ যে হতাশগ্রস্ত জনগনকে সে একজোট করেছিল, তাদের হতাশা অদূর ভবিষ্যতে আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। ফ্যাসিবাদ আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠে বহুলাংশে অন্যান্য পুলিশ এবং মিলিটারী একনায়কত্বর মতই আচরন করতে শুরু করেছিল। পূর্বতন সামাজিক ভিত্তি তার আর ছিল না। ফ্যাসিবাদের মূল শক্তি যে পেটি বুর্জোয়া, তাদেরও নির্বীষ করে দেওয়া হয়ে ছিল। ফ্যাসিস্ট সরকারের সম্বল ছিল কেবল ঐতিহাসিক জড়তা যা শ্রমিকশ্রেনীকে নিষ্ক্রিয় ও অসহায় করে রেখেছিল।

হিটলারের ক্ষেত্রে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাসির নতুন কিছু বলার নেই - ইতালীর সংস্কারবাদীরা তাদের সময়ে যে কাজ অধিকতর কল্পনাপ্রবণ মানসিকতার সঙ্গে করেছিল, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটরা সেটাই তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে অধিকতর কষ্টসাধ্য উপায়ে প্রণয়ন করেছে। ইতালীর সংস্কারবাদীরা ফ্যাসিবাদকে ব্যাখ্যা করেছিল যুদ্ধোত্তর হিস্টিরিয়া হিসাবে, যেখানে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটরা তাকে দেখেছে 'ভার্সাই' অর্থাৎ সংস্কার পরিনতি এক হিস্টিরিয়া হিসাবে। উভয় ক্ষেত্রে সংস্কারবাদীরা পুজিবাদের সংকটের ফসল হিসাবে গড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদী গণ আন্দোলনের চরিত্র অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে।

(সূত্রঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তিকে জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এর সবচেয়ে ঘৃণ্য দিক ছিল যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের রূপে জয়ী পক্ষের তরফে এক একতরফা চুক্তি। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে 'সংকট' বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হল অর্থনৈতিক সংকট, যা ১৯২১ সালে ওয়াল স্ট্রীট পতনের পর পুঁজিবাদী দুনিয়াকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।)

শ্রমিকদের বিপ্লবী প্রতিরোধের ভয়ে শংকিত ইতালীয়ান সংস্কারবাদীরা নির্ভর করেছিল রাষ্ট্রশক্তির উপরে। তাদের স্লোগান ছিল ''ভিকটর এমানুয়েল, সাহায্য কর, চাপ সৃষ্টি কর।'' জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাসির কাছে এই ধরনের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো নেই যেখানে একজন রাজা সংবিধানের কাছে অনুগত। তাই তারা দাবী জানিয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে - ''হিন্ডেনবুর্গ, সাহায্য করো, চাপ সৃষ্টি করো''।

(সুত্র ঃ ফিল্ড মার্শাল পল ভন হিন্ডেনবুর্গ (১৮৪৭-১৯৩৪) ছিলেন এক য়ঙ্কার জেনারেল, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি পরবর্তীকালে ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৩২ সালে সোস্যাল ডেমোক্রটরা তাকে নাজিদের তুলনায় কম বিপজ্জনক বলে পুননির্বাচনে সমর্থন করে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি হিটলারকে চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করেন।)

মুসোলিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার পর্বে অর্থাৎ তার সামনে নতজানু হবার সময়ে তুরাত্তি তার জমকালো নীতিবাক্যর বাঁধুনি আলগা করে দিয়েছিল এই বলে - ''প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বে ভীরুতা অবশ্যকাম্য''।
(ফিলিপো তুরাত্তি (১৮৫৭ - ১৯৩৭), ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টির সংস্কারবাদী তাত্ত্বিক নেতা)
জার্মান সংস্কারবাদী বা এই ধরনের স্লোগান ব্যবহারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রাণচঞ্চলতা দেখিয়েছে। তারা দাবী করল - ''নির্ভীকতার প্রশ্নটা জনপ্রিয়তা হারানোর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়'' - যার অর্থ বস্তুত একই। যে জনপ্রিয়তা হারানোর কারন শত্রুর সাথে তাল মিলিয়ে ভীরু পশ্চাপসারণ, তার ভয়ে ভীত হবার কোন কারণ নেই।

অভিন্ন কারণের দরূন অভিন্ন ফলেরই সৃষ্টি হয়। ঘটনাবলী সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল হবার দরূন হিটলারের ভবিষ্যৎ হল সুনিশ্চিত।

তবে একটা স্বীকার করতে হবে যে জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টিও ইতালীর অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি।

ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির উত্থান ঘটেছিল ফ্যাসিবাদী উত্থানের সঙ্গে একই সময়ে। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের যে ভাটার দরূন ফ্যাসিবাদীরা ক্ষমতা দখল করেছিল, তা কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্রগতির বুখে দিয়েছিল । তারা (ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টি) ফ্যাসিবাদের ঝড়ের গতিতে অগ্রগমনকে বিবেচনার মধ্যেই রাখেনি, বিপ্লবী মোহে তা আচ্ছন্ন ছিল। তা ছিল যুক্ত মোর্চারহুন্নব্ধন্দস্তু ঠজস্নব্ধগ্ন ধ্যানধ্যারণার বিরোধী। সংক্ষেপে বলতে গেলে তা সমস্ত রকম শিশুসুলভ ব্যাধীর শিকার ছিল। এটা খুব একটা আশ্চর্যের কথা নয় যে তার বয়স ছিল কেবল ৫ বছর । তার চোখে ফ্যাসিবাদ ছিল কেবল এক ''পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়া''। ফ্যাসিবাদের যে উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলি অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া জনতাকে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জড়ো করা, কমিউনিষ্ট পার্টির দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল । ইতালীর

কমরেডরা আমাকে জানিয়ে ছিল যে কমিউনিষ্ট পার্টি এমনকি ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতা দখলকে ধর্তব্যর মধ্যে রাখে না। অবশ্যই এই চিন্তার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গ্রামশি। শ্রমিকশ্রেনীর বিপ্লবী আন্দোলন পরাজয় বরন করার পরে যখন পুঁজিবাদ তার আধিপত্য বজায় রেখেছে এবং প্রতিবিপ্লব বিজয় লাভ করেছে, কিভাবে অন্য আরেক ধরনের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা ভাবা যেতে পারে?

এই ছিল ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক দর্শনের মূলকথা। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে ইতালীতে ফ্যাসিবাদ ছিল এক সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা, যা তখন কেবলমাত্র আকার ধারণ করেছিল। এই অবস্থায় অধিকতর অভিজ্ঞ পার্টির পক্ষেও ফ্যাসিবাদের নিদিষ্ট লক্ষণগুলিকে সনাক্ত করা সহজ কাজ ছিল না।

(সূত্রঃ আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১ - ১৯৩৭)- ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির স্রষ্টাদের একজন। তিনি ১৯২৬ সালে মুসোলিনীর দ্বারা কারারুদ্ধ হন, ১০ বছর পর জেলেই মারা যান। তিনি জেল থেকে ইতালীয় পার্টির রাজনৈতিক কমিটির নামে স্তালিনের বামপন্থী বিরোধীপক্ষর বিরুদ্ধে প্রচারের বিরোধিতা করে একটা চিঠি পাঠান। তোগলিয়াত্তি, যিনি তখন মস্কোতে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ইতালীয় প্রতিনিধি হিসাবে, এই চিঠিকে প্রকাশিত হতে দেন না। সমগ্র স্তালিন পর্ব জুড়ে গ্রামশির স্মৃতিকে যেন তেন প্রকারে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

নিঃস্তালিনীকরণের পর্বে ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টি তাকে পুনরাবিস্কার করে এবং নায়ক ও শহীদের সম্মান দেয়। তারপর থেকে গ্রামশির তাত্ত্বিক রচনাগুলি বিশেষ করে 'প্রিজন' নোটবুক আন্তর্জাতিক ভাবে উল্লেখযোগ্য প্রশংসা অর্জন করেছে।)

জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ইতালীয় কমিউনিষ্টদের পুরোনো অবস্থান পুনরাবৃত্তি করে যা হল - ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ করা অর্থহীন। এই ধরণের উগ্র অর্থহীন ''বিপ্লবীয়ানা'' তুল্যমুল্যবিচারে অজুহাত দেবারও অযোগ্য, কারণ সময় ও ঘটনার পরিপেক্ষিতে জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির বয়স ইতালীয়দের চেয়ে বেশি ছিল। এর উপর ইতালীর করুণ অভিজ্ঞতা মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছিল। ফ্যাসিবাদ ইতিমধ্যে যেখানে বিরাজ করেছে জোর দিয়ে একথা বলা, অথবা ফ্যাসিবাদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা কে নাকচ করে দেওয়া ,উভয় চিন্তা রাজনৈতিকভাবে একই। ফ্যাসিবাদের নির্দিষ্ঠ চরিত্র উপেক্ষা করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা অসারতা লাভ করে।

সমালোচনার সিংহভাগ অবশ্যই বহন করতে হবে কমিন্টার্ণ নেতৃত্বকে। সর্বোপরি ইতালীয়ান কমিউনিস্টদের কর্তব্য ছিল আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সরব হওয়া। কিন্তু স্তালিন ও ম্যানিলস্কি তাদের বাধ্য করেছিল তাদের নিজেদের পতনের শিক্ষাগুলিকে নাকচ করতে।

(সূত্রঃ ডিমিত্রি ম্যানিলস্কি (১৮৮৩ - ১৯৫২): ১৯২৯ - ১৯৩৪ এই পর্বে কমিন্টার্নের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন , এঁকে সরিয়ে দেবার পর কমিন্টার্নের লাইন অতিবাম অবস্থান থেকে পপুলার ফ্রন্ট পর্বের সুবিধাবাদী অবস্থানের দিকে ঘুরে যায়। পরবর্তীকালে তাঁর আবির্ভাব হয় কূটনীতিক দূত হিসাবে ,যখন তাঁকে প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রসংঘে পাঠান হয়।)

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি কিভাবে তৎপরতার সঙ্গে আর্কোলি সামাজিক ফ্যাসিবাদের ছত্রঙ্গস্তন্ত্রপ্ত ঙ্কঁব্দস্তুন্ব্দপ্প্প রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন - যে অবস্থানের অর্থ ছিল জার্মানীতে ফ্যাসিবাদীদের জয়ের জন্য নীরবে অপেক্ষা করা।

(সূত্র : আর্কোলি, যাঁর প্রকৃত নাম ছিল পামিরো তোগলিয়াত্তি (১৮৯৩ - ১৯৬৪), কমিন্টার্ন দ্বারা আর্কোলি নামে অভিহিত হতেন। তিনি গ্রামশির মৃত্যুর পর ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি কমিন্টার্নের লাইনের সমস্ত বাঁক ও মোড় থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু স্তালিনের মৃত্যুর পর তিনি স্তালিনীয় শাসন এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই শাসনের কিছু চলমান প্রবনতার সমালোচনা করেছিলেন।)

জার্মানীতে ফ্যাসিবাদী বিপদের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে ''কমিউনিস্ট আর্ন্তজাতিকের অবস্থান পরিবর্তন এবং জার্মান পরিস্থিতি, ১৯৩০'' থেকে উদ্ধৃত

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সরকারী **প্রেস** এখন জার্মান নির্বাচনের (সেপ্টেম্বর ১৯৩০) ফলাফলকে সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরাট জয় বলে ব্যাখ্যা করছে, যার দরুন সোভিয়েত জার্মানীর স্লোগান সামনে চলে এসেছে। আমলাতান্ত্রিক আশাবাদীরা বিভিন্ন শক্তির আন্ত:সম্পর্ক ও ভারসাম্যর অর্থ অনুধাবন করতে চায়না, যে অর্থ জার্মান নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে গেছে। তারা অন্যান্যে বিষয়গুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট ভোট বৃদ্ধির দিকে অঙুলিনির্দেশ করছে। পরিস্থিতি যে বিপ্লবী কর্তব্যগুলি সামনে হাজির করেছে এবং যে প্রতিকূল বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছে তাকে তারা তাদের বিশ্লেষনের আওতার মধ্যে আনেনি। ১৯২৮এর ৩৩০০,০০০ ভোটের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছে প্রায় ৪,৬০০,০০০ ভোট। ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে মাথায় রাখলেও 'স্বাভাবিক' সংসদীয় গণিতের পরিপ্রেক্ষিতে ১,৩০০,০০০ ভোট বৃদ্ধিও যথেষ্ট। কিন্তু পার্টির এই জয় সম্পূর্নরূপে ফিকে হয়ে গেছে ফ্যাসিস্টদের আনুপাতিক ভোট বৃদ্ধির কাছে, যা হয়েছে ৮,০০,০০০ থেকে ৬,৪০০,০০০ অবধি। নির্বাচনী বিশ্লেষনের এটা খুব কম গুরুত্বপূর্ন দিক নয় যে, সোস্যাল ডেমোক্রাসি, উল্লেখযোগ্য ভোট হ্রাস সত্ত্বেও, তাদের মূল কর্মীবাহিনীকে ধরে রাখতে পেরেছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির থেকে অনেক বেশি শ্রমিক ভোট (৮,৬০০,০০০) অর্জন করেছে। ইতো মধ্যে, আমরা যদি নিজেদের প্রশ্ন করি 'কি ধরণের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংমিশ্রণ শ্রমিক শ্রেনীকে দ্রুততার সঙ্গে সাম্যবাদী আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেবে? আমরা বুঝতে পারব যে আজকের জার্মানীর তুলনায় অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতি আর হতে পারে না। ইয়ংস নুজ , অর্থনৈতিক সংকট, আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়া, সংসদীয় ব্যবস্থার সংকট, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত স্যোস্যাল ডেমোক্রাসির মুখোশ সম্পূর্নভাবে উন্মোচিত হয়ে যাওয়া- এ সবই ছিল এক অনুকূল পরিস্থিতি। এই সব নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা বলতে হবে যে ১,৩০০,০০০ ভোট বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের সামাজিক জীবনে জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির গুরুত্ব ছিল তুলনামূলকভাবে কম।

(সূত্র: 'ইয়ংস নুজ' বলতে বোঝান হয়েছে ইয়ং পরিকল্পনাকে ছদ্ধঙ্গক্তন্ধ ক্সপ্তক্সগ্ন যার নামকরণ হয়েছিল আমেরিকার বড় শিল্পপতি আওয়েন ডি ইয়ং এর নামে। ১৯২০ র সময়ে তিনি ছিলেন জার্মানির ক্ষতিপূরণ মেটানোর ব্যবস্থার এজেন্ট জেনারেল। ১৯২৯এর গ্রীষ্মে তিনি এক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন যেখানে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনাকে আগের ব্যর্থ ভাওয়েল পরিকল্পনার পরিবর্তে গ্রহণ করা হয়, যাতে ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর ক্ষতিপূরণ মেটানোর কাজ দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হয়।)

বর্তমানের ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে নির্দিষ্ট অসমাপ্ত কর্তব্যগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তার পরিপেক্ষিতে আমরা যদি কমিউনিষ্ট পার্টির বর্তমান সামাজিক গুরুত্বকে বিচার করি, তাহলে এটা অনেক বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবস্থানগত দুর্বলতা কমিন্টার্নের শাসনতন্ত্র ও নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এটা ঠিকই যে কমিউনিস্ট পার্টি নিজে এই ধরণের জয়ের আশা করেনি। কিন্তু তার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃত্ব পরাজয় এবং ভুলের ধাক্কা সামলে উঠে বৃহত্তর লক্ষ্য ও অবস্থানের কথা ভাবতে অনভ্যস্ত। যদি গতকাল তা নিজস্ব সম্ভাবনাগুলিকে কম গুরুত্ব দিয়ে বিচার করত তাহলে আজ তা আবার একবার বাধা বিপত্তিগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না। এইভাবে একের পর এক বিপদকে তারা আহবান করছে।

বলতে গেলে, প্রকৃত বিপ্লবী পার্টির সর্বপ্রথম চরিত্র হল বাস্তবকে বিশ্লেষণ

করতে সক্ষম হওয়া।

****

সামাজিক সংকটের দরুণ শ্রমিক শ্রেনীর বিপ্লব সফল হবার অন্যান্য শর্ত ছাড়াও যে শর্তটি প্রয়োজনীয় তা হল পেটি বুর্জোয়া শ্রেনী শ্রমিক শ্রেনীর দিকে দৃঢ় অবস্থান নেবে। এই ঘটনা শ্রমিক শ্রেনীকে সারা দেশের উপর নেতৃত্ব কায়েম করার সুযোগ দিয়ে দেয়।

গত নির্বাচনে যা দেখা গেল - এবং সেখানেই তার মূল গুরুত্ব লুকিয়ে আছে - পেটি বুর্জোয়া শ্রেনীর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরে যাওয়া। সংকটের ধাক্কায় পেটি বুর্জোয়া ঘুরে গেল, কিন্তু তা শ্রমিক বিপ্লবের দিকে নয়, বরং সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার দিকে এবং তা শ্রমিক শ্রেনীর এক উল্লেখযোগ্য অংশকে নিজের দিকে টেনে নিল।

জাতীয় সমাজবাদ (National Socialism) এর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে দুটি কারণের ফল : এক তীব্র সামাজিক সংকট যা পেটি বুর্জোয়া জনতাকে ভারসাম্যহীন করে দিয়েছিল এবং এক বিপ্লবী দলের অনুপস্থিতি যে দল জণগণের দ্বারা স্বীকৃত হয় এবং তাদের উপর বিপ্লবী নেতৃত্ব কায়েম করে। যদি কমিউনিস্ট পার্টি হয় বিপ্লবী আশাবাদের দল, তাহলে ফ্যাসিবাদ হল এক গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবী নৈরাশ্যের প্রতীক। সমগ্র শ্রমিকশ্রেনী যখন বিপ্লবী আশাবাদকে অবলম্বন করে, তখন অনির্বাযভাবে তা বিপ্লবের পথে পাতিবুর্জোয়ার উল্লেখযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান অংশগুলিকে আকৃষ্ট করে। বস্তুত: এই পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাচন ঠিক বিপরীত চিত্রটি তুলে ধরে। পেটি বুর্জোয়া জনতা এমনভাবে প্রতিবিপ্লবী নৈরাশ্যকে আঁকড়ে ধরল,যে তা তার পিছনে শ্রমিক শ্রেণীর বেশ কিছু অংশকে জমায়েত করাল।

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ এক সত্যিকারের বিপদে পর্যবিসিত হয়েছে আর তা হয়েছে বুর্জোয়া শাসনের অসহায় ভারসাম্যহীন অবস্থান, সামাজিক গণতান্ত্রী দের এই বুর্জোয়া ব্যবস্থায় রক্ষণশীল ভূমিকা এবং কমিউনিস্টদের এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার ক্রমবর্ধমান অক্ষমতার ফল হিসাবে। যে এই ঘটনাকে অস্বীকার করে সে হয় অন্ধ নয়ত এক মিথ্যা দাম্ভিক।

বিপদ এক নির্দিষ্ট গভীরতা অর্জন করেছে যার সাথে জড়িত আছে সম্প্রসারণের গতির প্রশ্নটি যা কেবলমাত্র আমাদের উপর নির্ভরশীল নয়। নির্বাচন যে দুর্দশাগ্রস্ত এবং রোগগ্রস্ত রাজনৈতিক চিত্রটি সামনে তুলে ধরল তা পরিষ্কার করে দেয় যে জাতীয় সংকট তীব্র বেগে সম্প্রসারিত হতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে অদূর ভবিষ্যতেই জার্মানীতে ঘটনাবলীর পুনরুত্থান হতে পারে এক নতুন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, একদিকে বিপ্লবী পরিস্থিতির পূর্ণতাপ্রাপ্তি আর অন্য দিকে বিপ্লবী দলের দুবর্লতা এবং সঠিক কৌশল অবিলম্বন না করতে পারার অসারতা - এই দুই বিষয়ের পুরাতন এবং দু:খজনক দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসাবে। এই বিষয়টাকে বলতে হবে খোলাখুলি, পরিষ্কারভাবে এবং অবশ্যই সঠিক সময়ে।

****

সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির পতাকাতলে থাকা শ্রমিকদের রক্ষনশীল প্রতিরোধের মাত্রা নির্নয় কি আগে থেকে করা যেতে পারে? উত্তর হল, না। গত বছরের ঘটনা প্রবাহের আলোকে এদের শক্তিকে বিরাট কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তব এটাই যে কমিউনিস্ট পার্টির ভুল নীতিই সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে সাহায্য করেছিল। আর এই ভুল নীতি চূড়ান্তরূপ পেয়েছিল 'সামাজিক ফ্যাসিবাদ' এর ভ্রান্ত তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। সোস্যাল ডেমোক্রাসিক তৃনমূল স্তরের প্রকৃত প্রতিরোধের মাত্রা নির্নয় করতে গেলে এক নতুন ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন, যা হল সঠিক কমিউনিস্ট কৌশল। সেই অবস্থায়, এবং সেটা এমন কিছু সাধারণ অবস্থা নয়, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির আক্ত: ঐক্যর পরিমানটা তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ত।

উপরে যা বলা হয়েছে তা এক ভিন্ন রূপে ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ফ্যাসিবাদের এক শক্তি হিসাবে আবির্ভাবের অন্য সমস্ত কারণগুলিকে চাপিয়ে গিয়েছিল স্তালিন-জিনোভিয়েভের কৌশলের ভঙ্গুরতা। আক্রমণাত্মক হবার জন্য ফ্যাসিবাদের শক্তি কি? তার স্থায়িত্ব কতটুকু?

আশাবাদী প্রাক্তন কর্তব্য পরায়ণ কর্তারা (কমিন্টান এবং কমিউনিস্ট পার্টির আমলারা) যা বলে আমাদের নিশ্চিত করতে চায় তা হল ফ্যাসিবাদ তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এটা কি ঠিক না কি তা কেবলমাত্র সিঁড়ির প্রথম ধাপে আছে? এঁটা আগে থেকে কৃত্রিমভাবে বলে দেওয়া যায় না। তা কেবলমাত্র ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলতে গেলে তা হল শ্রেনীশত্রুদের হাতে এক ধারাল ছুরি, সেখানে কমিন্টার্ণের ভুল নীতিগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষতিকর পরিণাম ডেকে আনতে পারে। অন্য দিকে সঠিক নীতি ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে পাবে, তবে এটা সত্যি যে তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে হবে না।

(সূত্র : ''জিনোভিয়েভ স্তালিন কৌশল''- গ্রেগরী ওয়াই জিনোভিয়েভ (১৮৮৩ - ১৯৩৬) ১৯১৯ সালে কমিন্টান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯২৬ সালে স্তালিন কর্তৃক অপসৃত হবার আগে কমিন্টার্নের চেয়ারম্যান ছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ স্তালিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি জোট তৈরী করেছিলেন (ত্রয়কা) এবং সোভিয়েত পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। কমিন্টার্ণে জিনোভিয়েভ স্তালিন নেতৃত্বর পর্বে, সুবিধাবাদী লাইন ধারাবাহিক পরাজয় ডেকে আনে এবং বহু সুযোগ হাতছাড়া হয় যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯২৩ এ জার্মান বিপ্লবের পশ্চাদপসারণ। স্তালিনের সাথে বিচ্ছেদের পর, জিনোভিয়েভ ও তাঁর অনুগামীরা ট্রটস্কিপন্থী 'বামপন্থী-বিরোধী পক্ষর' সাথে সংযুক্ত হন। কিন্তু ১৯২৮ সালে পার্টি থেকে 'সংযুক্ত বিরোধী পক্ষর' বহিস্কারের পর জিনোভিয়েভ স্তালিনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। পার্টিতে পুনঃ প্রবেশের পর ১৯৩২ সালে তিনি পুনরায় পার্টি থেকে বহিস্কৃত হন। সমস্ত সমালোচনা মূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাহার করার পর তাঁকে পুনরায় পার্টিতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু ১৯৩৪ সালে পুনরায় তাঁকে বহিস্কার করা হয় এবং বন্দী করা হয়।

তিনি 'মহান' মস্কো ট্রায়ালের প্রাথমিক পর্বে 'অপরাধ স্বীকার' করেন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়।)

এটা বাস্তব যে কমিউনিস্ট পার্টি অসামান্য অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাদের 'সামাজিক ফ্যাসিবাদের' সূত্র দ্বারা সোস্যাল ডেমোক্রাসির কাঠামোকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়েছে, আর এখন প্রকৃত ফ্যাসিবাদ সেই কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার অস্ত্র তথাকথিত 'বিপ্লবীয়ানা' নয় বরং বিস্ফোরণের রাসায়নিক ফর্মুলা। এটা বাস্তবে সত্যি যে সোস্যাল ডেমোক্রাসির নীতি ফ্যাসিবাদের বেড়ে ওঠার জমি তৈরী করেছে। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে ফ্যাসিবাদ ভয়ংকর বিপদ হিসাবে এগিয়ে এসেছে মূলত সেই সোস্যাল ডেমোক্রাসির কাছেই, যার সমস্ত 'বীরত্বপূর্ণ' কার্যক্রম সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাক্তি-- রূপ ও সরকারী পদ্ধতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এই পরিস্থিতিতেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর যুক্ত মোর্চা তার গুরুত্ব বহন করে। তা কমিউনিস্ট পার্টির সামনে অসাধারণ সম্ভবনা হাজির করে। তবে সাফল্যের অন্যতম ক্ষতি অবশ্যই 'সামাজিক ফ্যাসিবাদ' এর তত্ত্ব ও প্রয়োগকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, বা বাস্তব অবস্থায় সদর্থক পদক্ষেপ হবে।

সামাজিক সংকট নিঃসন্দেহে সোস্যাল ডেমোক্রসির মধ্যে গভীর ভাঙনের সৃষ্টি করবে। জনগণের সংগ্রামী মনোভাব সোস্যাল ডেমোক্রাটদের প্রভাবিত করবে। আমাদের অবশ্যই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সোস্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠন এবং উপাদলগুলির সাথে চুক্তি করতে হবে, তবে চুক্তিবদ্ধ হবার শর্তাদিগুলিকে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক নেতৃত্বের কাছে পেশ করতে হবে এবং জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে যুক্ত মোর্চার অন্তঃসারশূন্য বুলিকে পরিত্যাগ করে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যুক্ত মোর্চার প্রকৃত লেনিনীয় নীতিকে যা বলশেভিকরা ১৯১৭ সালে বারংবার প্রয়োগ করেছিল।

ঈশপের নীতিকথা

''এরপর কি? জার্মান প্রলেতারিয়েতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ১৯৩২'' থেকে উদ্ধৃত

****

একবার এক গবাদি পশুর ব্যবসায়ী কিছু ষাঁড়কে সরাইখানায় নিয়ে গিয়েছিল। রাত্রিবেলা জল্লাদ তার ধারালো ছুরি নিয়ে এল।

''চল আমরা দলবদ্ধভাবে এই জল্লাদকে আমাদের শিঙে বিদ্ধ করি'', এক ষাঁড় প্রস্তাব দিল।

'' তুমি এটা বল যে কোন দিক থেকে জল্লাদ খারাপ ব্যবসায়ীর থেকে যে আমাদের এখানে তার মোটা লাঠি দিয়ে নিয়ে এসেছে? '' উত্তর দিল ষাঁড়েরা, যারা তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়েছে ম্যানিলস্কির প্রতিষ্ঠান (কমিন্টার্ন) থেকে।

''কিন্তু পরেও আমরা ব্যবসায়ীকে দেখে নিতে পারি!

'' কোন লাভ নেই, '' নীতিবাগীশ দৃঢ(প্রতিজ্ঞ ষাঁড়েরা উত্তর দিল -

'' তুমি চেষ্টা করছ, বাম দিক দিয়ে, আমাদের শত্রুকে আড়াল করতে - তুমি নিজেই একজন সামাজিক জল্লাদ''। এবং তারা দলবদ্ধ হতে প্রত্যাখ্যান করল।

জার্মান পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী

এরপর কি ? জার্মান শ্রমিকশ্রেনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ১৯৩২' থেকে উদ্ধৃত

****

প্রকৃত বিপদের মুখে সোস্যাল ডেমোক্রাসি নির্ভর করে 'আয়রণ ফ্রন্টের' উপর নয়, বরং প্রাশিয়ান পুলিশের উপর। নিজস্ব ফৌজকে বাদ দিয়েই এই নির্ভরশীলতা তৈরী হয়! এর পক্ষে পেশ করা যে যুক্তি - সোস্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই বিশাল সংখ্যায় পুলিশ কর্মীদের নিয়োগ করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ক্ষেত্রেও সচেতনতা পরিবেশ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যে শ্রমিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত হয়,সে বুর্জোয়া পাহারাদার, শ্রমিক নয়। যত সময় যাবে, এই পুলিশ কর্মীরা নাজী ছাত্রদের থেকে বিপ্লবী শ্রমিকদের সঙ্গে যুদ্ধে অধিকতর রত হবে। এই ধরণের শিক্ষার প্রভাব না থেকে যায় না। এবং সর্বোপরি প্রত্যেক পুলিশকর্মীই জানে যে সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও পুলিশীব্যবস্থা থেকে যায়।

(সূত্র : ''আয়রণ ফ্রন্ট'' ছিল বিভিন্ন বড় ট্রেড ইউনিয়ন এবং বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক দলগুলির সম্মিলিত এক মোর্চা, যাদের জনগণের মধ্যে গণভিত্তি বা মর্যাদা প্রায় ছিল না বললেই চলে। ১৯৩১ সালে সোস্যাল ডেমোক্রাটরাই এই মোর্চা তৈরী করেছিল। ইউনিয়নগুলির মধ্যে 'আয়রন ফিস্ট' নামধারী সংগ্রামী শাখাগুলিকে তৈরী করা হয়েছিল আর শ্রমিকদের ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয়রণ ফ্রন্টে নিয়ে আসা হয়েছিল। যাই হোক, এর প্রথম জমায়েত এবং মিছিলে, যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক তাদের সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে জড়ো হয়েছিল, ধ্বনি ওঠে ''স্বাধীনতা'', এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার শপথ নেওয়া হয়। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক

দল এবং গণসংগঠনগুলির কর্মীরা বিশ্বাস করত এই সংগঠনকে হিটলারের গতি রুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হবে। বাস্তবে তা হয়নি।)

সোস্যাল ডেমোক্রাসির তাত্ত্বিক পত্রিকা, ডার ফ্রেই ওয়ার্ট (ইংরাজীতে যার অর্থ স্বাধীন নিরপেক্ষ কথা, প্রকৃতপক্ষে কি জঘন্য ইশতাহার!) তার নববর্ষের সংখ্যায় একটি লেখা ছাপায়, যেখানে সহনশীলতার নীতিকে সামনে তুলে ধরা হয় তা ছিল সর্বোচ্চ মাত্রার। এটা বলা হয় যে পুলিশ এবং রাইখশোয়ের (জার্মান সৈন্য বাহিনী) এর বিরুদ্ধে হিটলার কখনো ক্ষমতায় আসতে পারবে না। সংবিধান অনুযায়ী রাইখশোয়ের আছে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে। ফলে যে যুক্তিকে দাঁড় করান হয়, তা হল, যতক্ষন সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল একজন রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে, ততক্ষন ফ্যাসিবাদ বিপজ্জনক নয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া অবধি ব্রুয়েনিং-এর শাসনব্যবস্থাকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে সংসদীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বেঁধে সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করা যায়, আর এইভাবে আরো সাত বছরের জন্য হিটলারের ক্ষমতার আসার রাস্তাকে আটকে দেওয়া যায়...

(সূত্রঃ হেইনরিখ ব্রুয়েনিং, ১৯৩০-৩২ এই পর্বে প্রধানমন্ত্রী (চ্যান্সেলর) ছিলেন। জার্মানীতে নিয়মতান্ত্রিক সংসদীয় সরকারী ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে ১৯৩০ এর মার্চ মাসে। তারপর পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে বোনাপার্টিয় শাসনতন্ত্র কায়েম হয় যাদের প্রধান ছিলেন ব্রুয়েনিং, ভনপাপেন, ভন স্কিলেইচার এর মত চ্যান্সেলররা, যাদের শাসনতন্ত্র সংসদীয় পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিলনা, বরং ছিল ''এমার্জেন্সী'' ডিক্রির উপর। এই রাষ্ট্রপ্রধানরা দেশের সংকটের মুক্তিদাতা ও রাজনৈতিক রক্ষাকর্তা হিসাবে আর শ্রেনী ও পার্টির উর্দ্ধে এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেদের জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা নির্ভরশীল ছিলেন পুরাতন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলীয় ব্যবস্থার উপরে নয়,বরং পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ও সরকারী আমলাদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রয়ণের উপর । তাঁরা ভান করতেন যে দেশকে তাঁরা উভয় প্রকার বিপদ- বামপন্থী (সোস্যালিস্ট এবং কমিউনিস্ট) এবং দক্ষিণপন্থী (ফ্যাসিস্ট দের থেকে রক্ষা করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আঘাত হানলেন, কারণ তাদের মূল লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদকে রক্ষা করা।)

ঘটনাপ্রবাহ সংস্কারবাদী রাজনীতিকদের, পিছন থেকে সুতো টানতে কুশলী ব্যক্তিত্বদের, নিপুণ ষড়যন্ত্রকারী ও ব্যক্তিগত উন্নতিলাভে অভিলাষী সংসদীয় আধিকারিক প্রশাসকদের। তাঁদের অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর , তাঁরা যে অসাধারণ অনিশ্চিত সম্ভাবনার মুখোমুখি হন, তাতে তাঁরা প্রমাণিত হন এক অযোগ্য অবয়ব হিসাবে - বস্তুতঃ এদের জন্যে প্রযোজ্য এর থেকে আর কোনো ভাল উক্তি আর হতে পারে না।

রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করার অর্থই হল সরকারের উপর নির্ভরশীল হওয়া। শ্রমিক শ্রেণী এবং ফ্যাসিস্ট পাতিবুর্জোয়া- দুই শিবির যারা একত্রে জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাদের মধ্যে আসন্ন সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়ে ''ভর ওয়ের্টস'' (মূল সোস্যাল ডেমোক্রুটিক পত্রিকা) এর এই মার্কসবাদীরা চিৎকার করে সাহায্য চায় নৈশরক্ষীর জন্য,

সরকার, সাহায্য কর! তাপ সৃষ্টি করো!'' (স্ট্যাট প্রেইফ জু!)

বুর্জোয়া,পেটি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত

''জার্মনির জন্য একমাত্র রাস্তা, সেপ্টেম্বর ১৯৩২'' থেকে উদ্ধৃত

এপ্রিল, ১৯৩৩ এ আমেরিকায় প্রকাশিত

****

রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে কোন গভীর বিশ্লেষণ শুরু হওয়া উচিত তিনটি শ্রেনীর মধ্যে পরস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের মধ্য দিয়ে। এই তিনটি শ্রেনী হল বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া (কৃষক সহ) এবং শ্রমিক।

অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান বড় বুর্জোয়রা রাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। শাসন চালাবার জন্য তাকে পেটি বুর্জোয়ার সঙ্গে নির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ককে আর এর ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে এক নির্দিষ্ট সম্পর্ককে নিশ্চিত করতে হয়।

তিনটি শ্রেণীর মধ্যে দ্বান্দিক সম্পর্ককে বুঝতে গেলে আমাদের তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যে পৃথকীকরণ করা প্রয়োজন।

পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাক্কালে, যখন তাদের কার্য সমাধান করার জন্য বুর্জোয়াদের প্রয়োজন ছিল বিপ্লবী পদ্ধতির,

পুঁজিবাদ বিকাশ লাভের ও পরিণতি প্রাপ্তির গর্ব, যখন নিয়মতান্ত্রিক, শাক্তিসর্বস্ব, রক্ষণশীল, গণতান্ত্রিক রূপের শাসনের মাধ্যমে বুর্জোয়ারা তাদের প্রাধান্য নিশ্চিত করেছিল,

এবং সর্বশেষে পুঁজিবাদের পতনের পর্ব, যখন বুর্জোয়ারা তাদের শোষণের অধিকারকে রক্ষা করতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

এই তিনটি পর্য্যায়ের রাজনৈতিক কর্মসূচীর চরিত্র নিম্ন প্রকার - জ্যাকোবিনবাদ (মহান ফরাসী বিপ্লবে পেটি বুর্জোয়া শক্তির বামপন্থী অংশ,বিপ্লবী পর্যায়ের অধিকাংশ সময়েই এর নেতৃত্ব দেন রোবসপীয়র।)

সংস্কারবাদী গণতন্ত্র(যার মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্রাসি পড়ে) এবং ফ্যাসিবাদ - সবকটিই মূলতঃ পেটি বুর্জোয়া শক্তির কর্মসূচী। কেবল এই ঘটনাই এটা সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয় যে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের ভাগ্য নির্ধারণে পেটি বুর্জোয়ার জনতার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম কি অসাধারন এবং বলতে গেলে কি চূড়ান্ত গুরুত্ব বহন করে।

তবে বুর্জোয়া শ্রেনী এবং তার মূল সামাজিক ভিত্তি পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কখনই দোদুল্যমান নির্ভরশীলতা ও শাক্তিসর্বস্ব সহযোগিতার উপর দাঁড়িয়ে থাকে না। পেটি বুর্জোয়া জনতা এক শোষিত এবং পরাধীন শ্রেণী। তা বুর্জোয়াশ্রেণীকে ঈর্ষার চোখে এবং প্রায়শই ঘৃণার চোখে দেখে। অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী পেটি বুর্জোয়ার সমর্থনকে ব্যবহার করার সময় তাকে অবিশ্বাস করে, কারণ সে সঠিক ভাবেই ভয় পায় পেটি বুর্জোয়া প্রবণতাকে যা বুর্জোয়া শ্রেনী দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

বুর্জোয়া বিকাশের পথ নিষ্কন্টক এবং প্রশস্ত করার সময় জ্যাকোবিনরা প্রতিপদে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়েছিল। তারা বুর্জোয়া শ্রেনীর সঙ্গে হার না মানা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েও তার প্রতিনিধিত্ব করেছিল । তাদের সীমিত ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়ে যাবার পর, জ্যাকোবিনদের পতন ঘটল, কারন পুঁজির নিয়ন্ত্রণ ছিল পূর্বনির্ধারিত।

সমগ্র ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে বুর্জোয়ারা সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের শাসন সুরক্ষিত করেছিল। এমনকি সেই সময়ে বুর্জোয়ারা শাক্তিপ্রিয় ছিল না ,বা জনগনের স্বতঃস্ফূর্ততার উপরও তারা ভরসা করত না। তারা সর্বদাই গণসমর্থনের প্রশ্নে ভীত ছিল। কিন্তু শেষ বিচারে তারা সফলতা অর্জন করেছিল একদিকে হিংস্র পদ্ধতি অন্যদিকে কিছু ছাড় দেওয়া - বঞ্চনা আর সংস্কারের এই

যুগপৎ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কেবলমাত্র পেটি বুর্জোয়া নয়, বরং বহুল পরিমাণে শ্রমিকশ্রেণীকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে। আর এ বিষয়ে তার হাতিয়ার ছিল নব্য পেটি বুর্জোয়া - অভিজাত শ্রমিকবর্গ। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কৃষককে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল।

(সুত্র ঃ আগস্ট ৪ ১৯১৪,দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন- রাইখস্ট্যাগে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলের প্রতিনিধিরা সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির যুদ্ধ বাজেটের পক্ষে ভোট দেয়। একই দিনে সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিনিধিরা চেম্বার অব ডেপুটিজ এ একই কাজ করে।)

কিন্তু যুদ্ধের সাথে সাথেই শুরু হয় পুঁজিবাদের নিদিষ্ট রূপের অবক্ষয় এবং সর্বোপরি তার তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট।

পুঁজিবাদ এখন আর নতুন কল্যাণমূলক সংস্কারের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে না, বরং পুরাতন বুর্জোয়ারা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে কেবলমাত্র শ্রমিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির (ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলির) সঙ্গে নয়, বরং সংসদীয় গনতন্ত্রের সঙ্গেও, যার কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে। আর তাই তার প্রচার শুরু হয় একদিকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আর অন্যদিকে গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

নরমপন্থি বুর্জোয়ারা যেমন তাদের শাসনকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে একক শক্তিতে সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং চার্চের মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিল, তেমনি লগ্নী পুঁজি তাদের একক শক্তিতে শ্রমিকশ্রেনীর মোকাবিলা করতে অক্ষম। তাদের দরকার পেটিবুর্জোার সমর্থন। এই উদ্দেশ্যেই তাদেরপ্রয়োজন হয়ে পড়ে পেটিবুর্জোয়াকে সুশৃঙ্খলভাবে সংঘবদ্ধ ও সশস্ত্র করার। কিন্তু এই পদ্ধতির নিজস্ব বিপদও রয়েছে, ফ্যাসিবাদকে ব্যবহার করলেও বুর্জোয়ারা তাকে ভয়ও পায়। ১৯২৩ সালের মে মাসে পিলসুডস্কি বুর্জোয়া সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াদের প্রথাগত দলগুলির বিরুদ্ধে ক্যুদেতা করতে বাধ্য হয়েছিল। ঘটনার প্রভাব এতদূর ছিল যে পোলিশ কমিউনিষ্টপার্টির নেতা ওয়ারস্কি, যিনি রোজা লুক্সেমবুর্গের ঐতিহ্য থেকে লেনিনের দিকে নয়, বরং স্তালিনের দিকে সরে এসেছিলেন, পিলসুদস্কির ক্যুদেতাকে ''বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'' কায়েম করার রাস্তা হিসাবে অভিহিত করেছিলেন আর সেইমত শ্রমিকদের আহবান জানিয়েছিলেন পিলসুদস্কিকে সমর্থন করার জন্য।

(সুত্রঃ যোসেফ পিলসুদস্কি (১৮৭৬ - ১৯৩৫) ঃ প্রাথমিকভাবে একজন সমাজতন্ত্রী ,যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জাতীয়তাবাদী। ১৯২০ সালে তিনি পোল্যান্ডে সোভিয়েত বিরোধী শক্তিকে নেতৃত্ব দেন। ১৯২৫ সালে তিনি ক্যুদেতা করে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্টা করেন।

ওয়ারস্কি ছিলেন রোজা লুক্সেমবুর্গের বন্ধু। বলশেভিকদের সাথে লুক্সেমবুর্গের বিতর্কে তিনি লুক্সেমবুর্গের পক্ষ নিয়েছিলেন। যখন কমিন্টার্ন তার ''তৃতীয় পর্বের'' পর্যায়ে আকস্মিক বাম লাইন গ্রহন করল ,ওয়ারস্কিকে পোলিশ কমিউনিষ্ট পার্টিতে নিম্নতরপদে নামিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু বহিস্কার করা হল না। সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯৩৬-৩৮ এই পর্বে 'মহান শোধন' (গ্রেট পার্জ) এর পর্যায়ে তাঁর কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি।

রোজা লুক্সেমবুর্গ (১৮৭০-১৯১৯)ঃ মহান বিপ্লবী তাত্ত্বিক এবং নেতা, প্রাথমিকভাবে তাঁর নিজের দেশ পোল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় , পরবর্তীকালে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলের বামপন্থী অংশের নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধীতা করার জন্য কার্ল লিবনেখটের সঙ্গে তাকে বন্দী করা হয়। তাঁদের মুক্তির পর, তাঁরা স্পার্টাকাসবুন্দ (স্পার্টাকাস লীগ) এর নেতৃত্ব দেন। ১৯১৯ এর ব্যর্থ বিপ্লবের সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় ও হত্যা করা হয়।)

১৯২৬ সালের ২ জুলাই , কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির পোলিশ কমিশনের অধিবেশনে পোল্যান্ডের ঘটনাবলীর উপর বর্তমান লেখক বলেছিলেন ঃ

''সামগ্রিকভাবে, পিলসুদস্কির ক্ষমতায় আসা, আসলে বুর্জোয়া সমাজের

ক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর অবস্থায় তার জাজ্বল্যমান সমস্যাগুলিকে সমাধানের পেটি বুর্জোয়া জনতার কর্মসূচী।'' আমরা ইতোমধ্যে এখানে ইতালীর ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

এই দুটি প্রবণতার নিঃসন্দেহে কিছু অনুরূপ বৈশিষ্ট্য আছে, তারা উভয়েই সবার আগে পেটি বুর্জোয়া জনতার বেছে নেয় তাদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করার জন্য। মুসোলিনীর মতই পিলসুদস্কির কর্মপদ্ধতি ছিল পার্লামেন্ট বর্হিভূত, প্রকাশ্য সন্ত্রাস এবং গৃহযুদ্ধের পদ্ধতির উপর দাড়িয়ে । উভয়ের লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া সমাজকে ধ্বংস করা নয়, বরং তাকে টিকিয়ে রাখা। পেটি বুর্জোয়া জনতাকে সংগঠিত ধরে ক্ষমতায় এসে তারা প্রকাশ্যে বড় বুর্জোয়াদের পক্ষে দাড়াঁল।

অনিবার্যভাবে এক ঐতিহাসিক সাধারণীকরন আমাদের চোখের সামনে চলে আসে, যা জ্যাকোবিনবাদ সর্ম্পকে মার্কসের বিশ্লেষণকে মনে করিয়ে দেয়। মার্কসের মতে জ্যাকোবিনবাদ ছিল বুর্জোয়াদের সামন্ততান্ত্রিক শত্রুদের সঙ্গে হিসেব নিকেশ মেটানোর এক সাধারণীকৃত কর্মসূচী ... তা ছিল বুর্জোয়াদের উত্থানের পর্বের ঘটনা। এখন আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে, বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার পর্বে বুর্জোয়াদের পুনরায় এই ''সাধারণীকৃত কর্মসুচী'' প্রয়োজন হয়ে পড়ে- তবে এখন তা আর প্রগতিশীল কাজগুলি সমাধানের জন্য নয়, বরং পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল কর্মসূচী রূপায়নের জন্য। এই অর্থে ফ্যাসিবাদ হল জ্যাকোবিনবাদেরই প্রতিচ্ছবি।

নিজেদের সৃস্ট সংসদীয় রাষ্ট্র কাঠামোর দ্বারা বুর্জোয়ারা তাদের শাসমকার্য চালাতে অক্ষম হয়ে পড়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে সংকটময় মূহুর্ত তারা ফ্যাসিবাদের প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু বুর্জোয়ারা এই 'সাধারণীকৃত' পদ্ধতিকে পছন্দ করে না। জ্যাকোবিনবাদ তার রক্ত দিয়ে বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল। তা সত্ত্বেও জ্যাকোবিনবাদকে তা সর্বদা বিরোধী হিসাবেই গণ্য করত। ফ্যাসিস্টরা ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াদের অনেক বেশী কাছাকাছি , যতটা না ছিল জ্যাকোবিনরা উদীয়মান বুর্জোয়াদের কাছাকাছি । তবে নরমপন্থী বুর্জোয়ারা তাদের কার্য সম্পাদন করার জন্য ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে কখনোই খুব স্বস্তির চোখে দেখেনি, কারণ যদিও ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া সমাজের স্বার্থেই সামনে এগিয়ে আসে, তা যে সামাজিক অস্থিরতা তৈরী করে তাই ভবিষ্যতের বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেই কারণেই বুর্জোয়া দলগুলির ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে রূপায়ন করার ক্ষেত্রে একটা বিরোধ থাকে।

বড় বুর্জোয়ারা ফ্যাসিবাদকে ততটাই পছন্দ করে যতটা করে এক ব্যক্তি দাঁত উপড়ানোর জিনিস দিয়ে নিজের দাঁত টেনে তুলতে। বুর্জোয়া সমাজের উদারনৈতিক ব্যক্তিবর্গ দন্তচিকিৎসক পিলসুদস্কির কার্যক্রম সন্দেহের চোখে দেখেছে, কিন্তু শেষ বিচারে অনিবার্যভাবে তারা আশংকার সাথে হলেও খাপ খাইয়ে নিয়েছে ঘোড়া কেনাবেচার মতই সমস্ত রকম দরকষাকষির সঙ্গে । এইভাবে গতকাল যা ছিল , পেটি বুর্জোয়ার আদর্শ, আজ তা পুঁজির রক্ষাকর্তায় পবিণত হয়েছে।

ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক রাজনৈতিক মুক্তিদাতা হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াসের উল্টোদিকে দাড়িঁয়ে থাকে সামাজিক ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব। প্রাথমিকভাবে এই তত্ত্বকে মনে হতে পারে এক দাম্ভিক অতিশয়োক্তি, কিন্তু নির্ভেজাল নিবুদ্ধিতা। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে যে কমিউনিষ্ট আন্তর্জার্তিকের বিকাশের উপর স্তালিনবাদী তত্ত্ব কি ক্ষতিকর ভুমিকাই না পালন করেছে।

জ্যাকোবিনবাদ বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা কি এটাই দেখায় যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পেটি বুর্জোয়া পুঁজির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে ? যদি তাই হত তাহলে সেই সমস্ত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেনীর একনায়কত্ব কায়েম হওয়া অসম্ভব, যেখানে পেটি বুর্জোয়া জনতাই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর সেই সমস্ত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম হওযা অতীব কঠিন কাজ, যেখানে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও সংখ্যার বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ্যক্রমে বিষয়গুলি এরকম নয়। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা (সর্বপ্রথম 'শ্রমিক শ্রেনীর একনায়কত্ব' ১৮ই মার্চ , ১৮৭১) একটি শহরের গন্ডির মধ্যে হলেও সর্বপ্রথম

দেখিয়ে দেয় যে পেটি বুর্জোয়া এবং বড় বুর্জোয়ার মৈত্রী অবিচ্ছেদ্য নয়। পরবর্তীকালে অক্টোবর বিপ্লব (১৯১৭ র রুশ বিপ্লব) এই বিষয়কেই অধিকতর মাত্রায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে সামনে তুলে ধরে। যেহেতু পেটি বুর্জোয়া কোন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে অক্ষম (যে কারণে পেটি বুর্জোয়ার 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' বাস্তবে পরিণত হতে পারে না) তার সামনে বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোন একজনকে বেছে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

পুঁজিবাদের উত্থান, বিকাশ এবং পূর্ণপরিণতির সময়ে তীব্র অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ সত্ত্বেও, পেটি বুর্জোয়া সাধাবণভাবে থাকে পুঁজিবাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, এছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু পুঁজিবাদী বিভাজন এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থার দরুণ পেটি বুর্জোয়া সমাজের পুরাতন প্রভুত শাসকদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে তা যথেষ্ট সক্ষম। তার জন্য কেবলমাত্র একটি জিনিসের দরকার নতুন সমাজের পথ প্রদর্শক ও নেতা হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর পেটি বুর্জোয়ার আস্থা অর্জন। প্রলেতারিয়েত এই আস্থা অর্জন করতে পারে তার শক্তি দ্বারা, তার কর্মসূচীর দৃঢ(তা দ্বারা, শত্রুর বিরুদ্ধে কুশলী আক্রমণাত্মক নীতি দ্বারা এবং সব মিলিয়ে তার বিপ্লবী কর্মসূচীর সাফল্য দ্বারা।

কিন্তু এটা দু:খজনক হবে যদি বিপ্লবী পার্টি পরিস্থিতির দাবী অনুসারে নিজেকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত করে! প্রলেতারিয়েতের দৈনন্দিন সংগ্রাম বুর্জোয়া সমাজের অস্থিতিশীলতাকে তীব্রতর করে। ধর্মঘটগুলি এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরো দুর্দশায় দিকে ঠেলে দেয়। ক্রমবর্ধমান অভাব এবং বঞ্চনার সাথে পেটি বুর্জোয়া সাময়িকভাবে হলেও খাপ খাইয়ে নিতে পারে, হকিতার অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছয় যে শ্রমিক শ্রেনী তাকে নতুন রাস্তায় পরিচালনা করে নিয়ে যেতে সক্ষম , কিন্তু বিপ্লবী পার্টি যদি শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়া সত্ত্বেও, শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে তার উপর বিপ্লবী নেতৃত্ব কায়েম করতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়, যদি তা দোদুল্যমান হয়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও পরস্পরবিরোধিতার শিকার হয়, তাহলে পেটি বুর্জোয়া ধৈর্য হারায় এবং বিপ্লবী শ্রমিকদের সকল দুর্দশার কারণ হিসাবে মনে করতে শুরু করে। সমস্ত বুর্জোয়া দল, এমন কি সোস্যাল ডেমোক্রটিক দলের কার্যক্রম তাদের এই দিকে ঠেলে দেয়। সামাজিক সংকট যখন এক অসহ্য তীব্রতা ধারণ করে, নাট্যমঞ্চে আবির্ভাব হয় এক নির্দিষ্ট দলের, যাব উদ্দেশ্য পেটি বুর্জোয়াকে উত্তপ্ত করা আর তাদের সমস্ত ঘৃণা ও হতাশাকে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে চালনা করা। জার্মানিতে এই ঐতিহাসিক ভুমিকা পালন করেছিল ন্যাশনাল সোস্যালিজম (নাজীবাদ), যার মতাদর্শ বিভক্ত বুর্জোয়া সমাজের সমস্ত রকম দূষিত বাষ্পকে ধারণ করেছিল।

বুর্জোয়া ডেমোক্রাসির পতন

'ফ্রান্স কোন পথে? ১৯৩৪' থেকে উদ্ধৃত

****

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, রাশিয়া, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া - হাঙ্গেরী এবং পরবর্তীকালে স্পেনে ধারাবাহিকভাবে ও চমকপ্রদভাবে বিপ্লবগুলি বিজয় লাভ করেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র রাশিয়াতেই শ্রমিক শ্রেণী নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পেরেছিল, শোষকদের উৎঘাত করেছিল এবং শ্রমিক রাষ্টের প্রতিষ্ঠা করে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছিল। অন্য সব জায়গায়, তার বিজয় সত্ত্বেও, নেতৃত্বের ভুলে, প্রলেতারিয়েত মাঝপথের বেশি এগোতে পারেনি। ফলে ক্ষমতা তার হাত থেকে বেরিয়ে এসে বাম থেকে দক্ষিণ দিকে সরে গেছিল আর শেষমেষ ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতা দখল করেছিল। অন্যান্য দেশগুলিতে মিলিটারী একনায়কত্ব ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিল। কোন জায়গাতেই পার্লামেন্ট শ্রেনীসমূহের দ্বন্দ্ব নিরসন ও ঘটনাবলীর শান্তিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। রক্তের মধ্যে দিয়ে দ্বন্দ্বগুলির সমাধান হয়েছিল।

বিজয় লাভ করতে ফরাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই ভাবত যে ফ্যাসিবাদ সেখানে

পারে না। তাদের ছিল এক প্রজাতন্ত্র যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করতেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী, কয়েক হাজার ফ্যাসিস্ট এবং সৈনিক রিভলবার, মুগুর আর ক্ষুরের সহায়তায় দেশের উপর চাপিয়ে দেয় ডোমার্গ-এর সরকারকে,যার তত্ত্বাবধানে ফ্যাসিস্ট সমিতিগুলি বেড়ে ওঠে এবং নিজেদের সশস্ত্র করে। তাহলে আগামী দিনে কি ঘটতে চলেছে ?

(সূত্র : গ্যাসটন ডোমার্গ ছিলেন ফ্রান্সের বোনাপার্টিয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি এডওয়ার্ড ডালাডিয়ের এর পর ক্ষমতায় এসেছিলেন। ১৯৩৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ফ্যাসিস্ট দাঙ্গার পর ডালাডিয়ের সরকারের পতন ঘটে।) তবে তখন ফ্রান্স এবং অন্যান্য বেশ কিছু দেশ ইওরোপীয় দেশগুলিতে (ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, এবং স্ক্যানডিনেভিয় দেশগুলিতে) পার্লামেন্ট, নির্বাচন, গণতান্ত্রিক অধিকার অথবা তার অবশেষগুলির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু এই সমস্ত দেশগুলিতে একই ঐতিহাসিক নিয়মাবলী কাজ করত যা ছিল পুঁজিবাদের অধোগতির নিয়মাবলী। যদি উৎপাদনের উপকরণ সংখ্যালঘু পুঁজিপতিদের হাতে থেকে যায়, সামাজিক অগ্রগতির সমস্ত পথই রূদ্ধ হয়ে যায়। ফলে উত্তরোত্তর সংকটের জন্ম হয়, প্রয়োজন জন্ম দেয় দুর্দশার, অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হয়। বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদের সংকট এবং মরণোন্মুখ অবস্থার অভিব্যক্তি হয় বিভিন্ন রকম ভাবে এবং অসম গতিতে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বস্থলে একই। বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজকে পরিচালনা করে চরম দেউলিয়াপনার দিকে নিয়ে যায়, জনগণকে রুটি বা শান্তি, কোন কিছু দেবার ক্ষমতাই তার থাকে না। মূলত: সেই কারণেই তা আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সহ্য করতে পারে না। তা বাধ্য হয় শারীরিক দমনপীড়ন চালিয়ে শ্রমিক কৃষককে ধ্বংস করতে। তবে কেবলমাত্র পুলিশ নিয়ে শ্রমিক-কৃষকের ক্ষোভ বিক্ষোভকে শেষ করা যায় না। তার উপর যদি সৈন্যবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে চালনা করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে সেন্যবাহিনীর বিভাজন ঘটা এবং তার এক বড় অংশের জনগণের পক্ষে ঝুঁকে পড়ার রাস্তা তৈরী হয়। সেই কারণেই লগ্নী পুঁজি বাধ্য হয় বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করতে, যাদের কে শিক্ষা দেওয়া হয় শ্রমিকদের সাথে লড়াই করার জন্য, ঠিক যেমনভাবে বিশেষ সম্প্রদায়ের কুকুরদের শিক্ষা দেওয়া হয় শিকার করার জন্য। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সাহায্যে শাসনকার্য চালানো যখন পুঁজিপতিদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখনই ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে - যা হল শ্রমিক শ্রেণী ও তার সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধ করা।

ফ্যাসিবাদীরা তাদের শ্রমশক্তি খুঁজে পায় মূলত: পেটি বুর্জোয়া জনতার মধ্যে, যা বড় পুঁজির আক্রমণে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান সামাজিক অবস্থায় পেটি বুর্জোয়ার জন্য কোনো রাস্তাই খোলা থাকে না, কিন্তু অন্য কোনো পথও তার কাছে অজানা। পেটি বুর্জোয়ার অসন্তোষ, ক্রোধ এবং হতাশাকে ফ্যাসিবাদীরা বিপথগামী করে বড় পুঁজির থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় আর শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করে। এটা বলা যেতে পারে যে ফ্যাসিবাদ তার চরমতম শত্রুকে নির্মূল করার জন্য পেটি বুর্জোয়াকে ব্যবহার করে। এইভাবে বড় পুঁজি মধ্য শ্রেনীগুলিকে ধ্বংস করে এবং তারপর ভাড়াটে ফ্যাসিস্ট জননেতাদের সাহায্যে হতাশগ্রস্ত পেটি বুর্জোয়াকে উদ্দীপ্ত করে শ্রমিক শ্রেনীকে আঘাত করার জন্য। বুর্জোয়া ব্যবস্থা কেবলমাত্র এই ধরণের ঘাতক পদ্ধতির সহায়তায় টিকে থাকতে পারে, কিন্তু কতক্ষণের জন্য? যতক্ষণ না প্রলেতারীয় বিপ্লব তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

পেটি বুর্জোয়া কি বিপ্লবকে ভয় পায়?
'ফ্রান্স কোন পথে? ১৯৩৪' থেকে উদ্ধৃত

সংসদের নির্বোধরা, যারা নিজেদের জনগণের বিচারক ভাবে, বারংবার বলতে থাকে '' মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলিকে বিপ্লবের কথা বলে ভয় পাওয়ানো উচিত নয়। তারা চূড়ান্ত পদক্ষেপ পছন্দ করে না।''

এই ধরণের সাধারণীকৃত ঘোষণা সর্বৈব মিথ্যা। সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শান্তি শৃঙ্খলা ততক্ষণ পছন্দ করে, যতক্ষণ তার ব্যবসা ভাল চলছে আর আগামীদিনেও ভাল চলার ব্যাপারে সে আশাবাদী।

কিন্তু যখন এই আশা চলে যায়, সে সহজেই উত্তেজিত হয় আর চরম অবস্থায় নিজেকে সঁপে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে। অন্যথা কিভাবে সে ইতালী আর জার্মানীতে রাষ্টের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে উচ্ছেদ করে ফ্যাসিবাদকে ক্ষমতায় আনতে সক্ষম হল? হতাশগ্রস্ত পেটি বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদের মধ্যে দেখতে পায়, সর্বোপরি, পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এক লড়াকু শক্তি এবং বিশ্বাস করে যে শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির যেমন কথার কোন দাম নেই, তেমনি তার বিপরীতে ফ্যাসিবাদ বল প্রয়োগ করে 'উন্নততর বিচার ব্যবস্হা' প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের দিক থেকে কৃষক এবং কারিগররা বাস্তববাদী। তারা এই উপলব্ধিতে পৌঁছয় যে বলপ্রয়োগের পথ পরিহার করা উচিত নয়।

বর্তমানে পেটি বুর্জোয়া শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির পিছনে জমায়েত করছে না কারণ তারা 'চরম পদক্ষেপকে' ভয় পায় - এই ঘোষণা একবার, দুবার নয়, বারংবার মিথ্যা, বরং উল্টোটাই বাস্তব। পেটি বুর্জোয়ার নিম্নতর অংশ, তার অগুনতি জনগণ, শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির মধ্যে দেখতে পায় কেবল সংসদীয় ভোটসর্বস্ব যন্ত্রকে। তারা এই দলগুলির শক্তি বা লড়াই করার সামর্থ্য কোনটাতেই বিশ্বাস করেনা, যেমন তারা বিশ্বাস করে না এই দলগুলির লড়াইকে শেষ অবধি চালিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছাকে।

আর যদি তাই হয়, তাহলে পুঁজিবাদের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের সরিয়ে সংসদে তাদের বামপন্থী প্রতিনিধিদের নিয়ে আসার অর্থ কি?

বস্তুত: আধাশোষিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং হতাশগ্রস্ত পেটি বুর্জোয়া এভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। কৃষক, কারিগর, কর্মচারী, ক্ষুদ্র আধিকারিক ইত্যাদিদের এই মনস্তত্ত্ব যার জন্ম হয় সামাজিক সংকটের দরুণ, না বুঝতে পারলে সঠিক কর্মপন্থা প্রণয়ন করা অসম্ভব। পেটি বুর্জোয়া অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল আর রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত। সেই কারণে তা স্বাধীন কার্যক্রম পরিচালনায় অক্ষম। তার দরকার একজন ''নেতা'' যা তাকে আত্মবিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করবে। পেটি বুর্জোয়াকে ব্যক্তি বা দলের মাধ্যমে এই ব্যক্তিগত বা সমষ্ঠিগত নেতৃত্বদানে সক্ষম দুটি মূল শ্রেণী- একটি বড় বুর্জোয়া বা প্রলেতারিয়েত। ফ্যাসিবাদ বিক্ষিপ্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র করে। হতাশগ্রস্ত, দুমড়ে যাওয়া জনগণকে তাদের সংগ্রামী মানবিকতার স্ফুরণ ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে আর তাদের তার পতাকাতলে সংগঠিত করে। এইভাবে তা পেটি বুর্জোয়াকে মোহগ্রস্ত করে তাদের এক স্বাধীন শক্তি হিসাবে ভাবতে শেখায়। পেটি বুর্জোয়া কল্পনা করতে শুরু করে যে রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালা করবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুনেই যে এই আশা এবং বিভ্রান্তিই পেটি বুর্জোয়ার মাথা ঘুরিয়ে দেয়!

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীও পেটি বুর্জোয়ার কাছে নেতা হিসাবে আবির্ভুত হতে পারে। তা রাশিয়াতে এবং আংশিকভাবে স্পেনেও প্রতিপন্ন হয়েছে। ইতালী, জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়াতে পেটি বুর্জোয়া শ্রমিক শ্রেণীর দিকেই ঝুঁকেছিল। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলি তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য রূপায়ণে ব্যর্থ হয়েছিল।

পেটি বুর্জোয়াকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসতে গেলে শ্রমিক শ্রেণীকে তার আস্থা অর্জন করতে হবে। আর সেই জন্য তাকে অবশ্যই নিজের শক্তির উপর আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

তার অবশ্যই থাকবে এক দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন কর্মসূচী আর তাকে অবশ্যই ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিপ্লবী পার্টির চূড়ান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী

কর্মসূচীতে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রলেতারিয়েত কৃষক এবং শহুরে পেটি বুর্জোয়াকে আহবান জানাবে- ''আমরা ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম জানাচ্ছি। এই আমাদের কর্মসূচী। আমরা তোমাদের সাথে কর্মসূচীর কোনরকম পরিবর্তন নিয়ে তোমাদের মতামত নিতে প্রস্তুত। আমরা কেবল বড় পুঁজি ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেবে, কিন্তু তোমাদের সাথে আমরা মৈত্রী করতে চাই আর তা চাই এক নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে''। কৃষকরা এই ভাষা বুঝতে পারবে। কেবলমাত্র তাদের শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের শক্তির উপর বিশ্বাস থাকতে হবে।

কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন যুক্ত মোর্চার প্রকৃত ধ্যানধারণার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন সব ফাঁকা বুলি ও দোদুল্যমানতাকে ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া। যা প্রয়োজন তা হল পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ণ এবং নিজেকে বিপ্লবী রাস্তায় চালনা করা।

শ্রমিক শ্রেনীর গণফৌজ এবং তার বিরোধীরা

'ফ্রান্স কোন পথে? ১৯৩৪' থেকে উদ্ধৃত

লড়াই করার জন্য প্রয়োজন হল সংগ্রামের হাতিয়ার এবং মাধ্যমগুলি যেমন সংগঠনগুলি, মিটিং ইত্যাদিকে অক্ষুন্ন রাখা এবং শক্তিশালী করা। ফ্যাসিবাদ (ফ্রান্সে) এই সব কিছুর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে। ফ্যাসিবাদ ক্ষমতার দখলের সংগ্রাম শুরু করার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্টই দুর্বল, কিন্তু তা আবার যথেষ্ট শক্তি ধরে, যার বর্লে তা শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনগুলিকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করার প্রয়াস চালায়, তার সক্রিয় বাহিনীকে উত্তেজিত করে আক্রমণ চালানোর জন্য এবং সাধারণ শ্রমিকদের আতংকগ্রস্ত ও আত্মবিশ্বাসহীন করে দেওয়ার প্রয়াস চালাতে পারে।

সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ফ্যাসিবাদের পরোক্ষ সমর্থক বা ''সাহায্যকর্তা'', যারা বলে যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ''শারীরিক আক্রমণ'' চালানোর কোন অর্থ হয়না বা তাকে অনুমোদন করা উচিত নয় আর এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দাবী জানায় ডোমার্গের ফ্যাসিস্ট রক্ষীদের নিরস্ত্র করার। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে, বিশেষত, এই পরিস্থিতিতে, এই ধরণের মিথ্যা আশার থেকে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না। ফ্যাসিবাদী ঔদ্ধত্য বাড়িয়ে দেবার সবচেয়ে ভাল অনুঘটক হিসাবে কাজ করে শ্রমিক সংগঠনগুলির তরফে এই ধরনের 'নির্মল শান্তি সর্বস্বতা'। মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির শ্রমিক শ্রেণীর উপরে আস্থাকে ধ্বংস করার কাজে সর্বাপেক্ষা কুশ্রী ভুমিকা পালন করে নিস্ক্রিয়তা এবং লড়াই করার অনিচ্ছা।

লে পপুলেয়ার (সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপাত্র) এবং বিশেষ করে লে হিউম্যানাইট (কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র) প্রতিদিন বলে চলে-

'যুক্ত মোর্চা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক বাধা'

'যুক্ত মোর্চা তাকে ক্ষমতায় আসত দেবে না',

'ফ্যাসিস্টরা সাহস পাবে না', ইতাদি।

এগুলি ফাঁকাবুলি ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ শ্রমিক, সোস্যালিস্ট এবং কমিউনিস্টদের কাছে সমান ভাবে বলা দরকার দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংবাদিক ও বক্তাদের কথা শুনে নিজের লড়াকু চেতনাকে প্রশমিত করে না। এরা সব কিছুই উপর উপর দেখতে ভালোবাসে। এর সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের জীবন এবং সমাজতন্ত্রর ভবিষ্যতের প্রশ্নটি। ব্যাপারটা এরকম নয় যে আমরা যুক্ত মোর্চা (ইউনাইটেড ফ্রন্ট) এর বিরুদ্ধে, আমরা এর পক্ষে দাবী করি এমনকি যখন উভয় দলের নেতৃত্ব এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে। যুক্ত মোর্চা আসাধারণ সম্ভাবনাগুলির দ্বার উন্মুক্ত করে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। যুক্ত মোর্চা একাকী কোন নির্ণায়ক ভুমিকা নিতে পারে না, নিতে পারে কেবল জনগণের লড়াই। যুক্ত মোর্চার গুরুত্ব অনুভূত হবে যখন লে পপুলেয়ার বা লে ইউম্যানাইটের বিরুদ্দে শানানো ফ্যাসিস্টদের আক্রমনের সামনে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্টদের লড়াই সোস্যালিস্টদের লড়াইকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু তার জন্যে, শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীগত লড়াকু বাহিনীর অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক এবং তাদের শিক্ষিত ও সশস্ত্র করতে হবে। আত্মরক্ষার বাহিনী অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর গণফৌজের অনুপস্থিতিতে লে পপুলেয়ার বা লে হিউম্যামাইট যুক্ত মোর্চার সর্বশক্তিসম্পন্নতার উপর অজস্র প্রবন্ধ রচনা করতে পারবে, কিন্তু

ফ্যাসিস্টদের সর্বপ্রথম সুসংগঠিত আক্রমনের সামনে দাঁড়িয়ে তারা অসহায় বোধ করবে।

শ্রমিকদের গণফৌজের বিরোধীরা, যারা শ্রমিক শ্রেনীর ২টি দলে বিশাল সংখ্যায় বিরাজমান এবং অসম্ভব প্রভাবশালী, আমরা তাদের যুক্তি গুলি তত্ত্বর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করার প্রস্তাব দিই।

আমাদের প্রায়শই বলা হয়ে থাকে-

'আমাদের গণফৌজের (মিলিশিয়ার) প্রয়োজন নেই, যার প্রয়োজন তা হল আত্মরক্ষামূলক গণ কমিটি।'

কিন্তু লড়াই করার সংগঠনগুলি ছাড়া, বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী ছাড়া, এবং অস্ত্র ব্যতিরেকে ''আত্মরক্ষামূলক গণ কমিটি'' র অর্থ কি? ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাকে অসংগঠিত এবং অপ্রস্তুত জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়ার অর্থ নিশ্চিতভাবে পনটিয়াস পিলেটের থেকেও নিম্নমানের ভূমিকা পালন করা। মিলিশিয়ার ভূমিকার অস্বীকার করার অর্থ নেতৃত্ব বা ভ্যানগার্ডের ভূমিকাকে অস্বীকার করা। তাহলে পার্টির দরকার কি? জণগণের সমর্থন ছাড়া, গণফৌজ বস্তুত কিছুই নয়। কিন্তু সংগঠিত লড়াকু সৈন্যবাহিনী ছাড়া সর্বাপেক্ষা বীরত্বপর্ণ জনগণও ক্রমান্বয়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

গণফৌজের বিকল্প হিসাবে আত্মরক্ষামূলক বাহিনীকে তুলে ধরা মূঢ(তা ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত: গণফৌজ হল আত্মরক্ষা করারই এক সংগঠন।
(সূত্র : পনটিয়াস পিলেট ছিলেন জুডাই এর রোমান রাজ্যপাল (২৬ এ.ডি -৩৬ এ.ডি)। তিনি জিসাস ক্রাইস্ট কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গসপেল এর সূত্র অনুযায়ী তিনি জিসাস ক্রাইস্টকে হত্যার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ইহুদী জনগণের চাপে পড়ে)।

''গণফৌজের সংগঠনের আহবান জানানো হবে প্ররোচনায় না দেওয়া'' এই ছিল বিরোধী পক্ষের কয়েক জনের বক্তব্য, যাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে সততা বা আন্তরিকতা বলতে কিছুই ছিল না।

উপরোক্ত বক্তব্যে কোন যুক্তি নেই, বরং তা অপমানজনক। যদি শ্রমিক সংগঠনগুলির আত্মরক্ষার প্রশ্নটি সমগ্র পরিস্থিতির সাপেক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য হয় তাহলে মিলিশিয়া তৈরী করতে কেন আহবান জানানো হবে না? তারা বোধ হয় বোঝাতে চায় যে মিলিশিয়া তৈরী করার অর্থ ফ্যাসিবাদী আক্রমণ এবং সরকারী নিপীড়ণকে আহবান করে নিয়ে আসা। সেক্ষেত্রে, এই যুক্তি প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বুর্জোয়া উদারনৈতিকরা শ্রমিকদের কাছে সততই বলে থাকে যে তাদের শ্রেণী সংগ্রামই প্রতিক্রিয়াকে প্ররোচিত করে।

সংস্কারবাদীরা এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে, মেনশেভিকরা করে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগগুলি শেষ বিচারে এই চিন্তাকেই সামনে তুলে ধরে যে যদি শোষিতরা বিদ্রোহ না করে শোষকরা নিপীড়ন নামিয়ে আনবে না। এটা গান্ধী এবং টলস্টয়ের দর্শন, কিন্তু কখনোই মার্কস এবং লেনিনের নয়। যদি এল হিউম্যানাইট 'হিংসাপরায়ণ দুবৃত্তদের বিরুদ্ধে নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ' এর মতবাদের বিকাশ ঘটাতে চায়, তাহলে তার নিজস্ব প্রতীক হিসাবে অক্টোবর বিপ্লবের প্রতীক কাস্তে হাতুড়িকে বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ করা উচিত ধার্মিক ছাগলের, যা গান্ধীকে দুধের যোগান দিত ।

'কিন্তু শ্রমিকদের সশস্ত্র করার প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে কেবলমাত্র এক বিপ্লবী পরিস্তিতিতে, যা এখনো বিরাজমান নয়'।

এই প্রগাঢ(যুক্তির অর্থ এটাই যে বিপ্লবী পরিস্থিতি না আসা পর্যন্ত শ্রমিকদের নিজেদের ধ্বংসাধনকে মেনে নেওয়া উচিত। যারা গতকাল পর্যন্ত '' তৃতীয় পর্ব এর তত্ত্ব প্রচার করত, আজ তারা চোখের সামনে যা ঘটে চলেছে, তাকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে। অস্ত্রের প্রশ্নটি সামনে এগিয়ে এসেছে কেবলমাত্র এই কারণেই যে ''শান্তিসর্বস্ব'' ''স্বাভাবিক' এবং ''গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি'' সরে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ঝোড়ো, সংকটময় এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতির, যা নিজেকে বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী, যে কোন ধরণের পরিস্থিতিতে রূপান্তর ঘটাতে পারে।

(সূত্রঃ ''তৃতীয় পর্ব''- স্তালিনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী, তা ছিল ''পুঁজিবাদের অন্তিমপর্ব'', যে পর্যায়ের চরিত্রায়ণ করা উচিত পুঁজিবাদের অনিবার্য আসন্ন পতন এবং সোভিয়েত ব্যবস্থা কায়েমের পর্যায় হিসাবে। এই পর্ব কমিউনিস্টদের অতিবাম এবং দুঃসাহসী কৌশল, বিশেষতঃ সামাজিক ফ্যাসিবাদ এর ধ্যান ধারনার জন্য উল্লেখযোগ্য।)

তবে বিকল্প নির্ভর করে সর্বোপরি একটি বিষয়ের উপর - অগ্রণী শ্রমিকরা তাদের আক্রান্ত হওয়া ও ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়াকে মেনে নেবে, না তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি আক্রমণের সমুচিত জবাব দেবে, যা শোষিত জনগণের সাহস জাগিয়ে তুলবে আর তাদের শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করবে। বিপ্লবী পরিস্থিতি আকাশ থেকে পড়ে না। বিপ্লবী শ্রেনী এবং দলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে।

ফরাসী স্তালিনবাদীরা এখন যুক্তি দেখায় যে মিলিশিয়া জার্মান শ্রমিকশ্রেনীকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কেবলমাত্র গতকালই তারা জার্মানীতে কোনরকম পরাজয়ের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছিল আর দৃঢ়(ভাবে ঘোষণা করেছিল যে জার্মান স্তালিনবাদীদের নীতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্ভুল ছিল। আর আজ তারা সমস্ত দোষ খুঁজে পাচ্ছে জার্মান শ্রমিকদের মিলিশিয়ার (রোটে ফ্রন্ট) (যার অর্থ রেড ফ্রন্ট ফাইটারস যা ছিল কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত মিলিশিয়া যাকে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক সরকার ১৯১৯ সালে বার্লিনে মে দিবসে দাঙ্গার পর বে আইনি ঘোষণা করেছিল) মধ্যে। এইভাবে একটা ভুল থেকে তারা সম্পূর্ন বিপরীত দিকের একটা ভুল অবস্থান গ্রহন করে, যা কোনভাবেই কম বিপজ্জনক নয়। মিলিশিয়া একাকী প্রশ্নটার সমাধান করতে পারে না, যা প্রয়োজন তা হল সঠিক নীতি। জার্মানীতে স্তালিনবাদের কর্মপন্থা (''সামাজিক ফ্যাসিবাদই মূল শত্রু'') ট্রেড ইউনিগুলির বিভাজন, বিপ্লবী চিন্তাকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয়তাবাদী চিন্তার সাথে সখ্যতা, এসব কিছুই শ্রমিক শ্রেণীর ভ্যানগার্ডের বিচ্ছিন্নতা ডেকে আনল আর তার ধ্বংসসাধন ঘটাল। এই ধরনের চূড়ান্ত নিকৃষ্ট রণকৌশলের সহায়তায় কোন মিলিশিয়াই পরিস্থিতিকে রক্ষা করতে পারত না।

গণফৌজের সংগঠন দুঃসাহসিক কর্ম প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে, শত্রুকে প্ররোচিত করে, রাজনৈতিক সংগ্রামকে শারীরিক সংগ্রাম দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে- এরকমভাবে বলা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এই সমস্ত উক্তির মধ্য দিয়ে আর কিছু না বরং একটা জিনিষই ফুটে বেরোয়, যা হল রাজনৈতিক ভীরুতা। নেতৃত্বের শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গণফৌজ দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত সন্ত্রাস, স্বতঃস্ফূর্ত রক্তাক্ত বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে এক নিশ্চিত পদক্ষেপ।

একই সময়ে মিলিশিয়া, ফ্যাসিবাদ যে গৃহযুদ্ধ শ্রমিকশ্রেনীর উপর চাপিয়ে দেয়, তাকে থামাবার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিপ্লবী পরিস্থিতির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ''পিতার সুপুত্র'' দেশপ্রেমিকদের সংশোধন করুক- আর তাহলে নতুন ফ্যাসিষ্ট বাহিনীকে নিয়োগ করা আরো অনেক বেশি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু এখানে রণকৌশলী সেনাপতিরা, তাদের নিজেদের যুক্তির জালে জড়িয়ে, আমাদের বিরুদ্ধে যে অন্তঃসারশূন্য যুক্তিগুলি হাজির করে, তাকে লেখনীবদ্ধ করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়-

''আমরা যদি ফ্যাসিষ্টদের বন্দুকের গুলির জবাব বন্দুকের গুলি দিয়ে দিই - লিখছে ১৯৩৪ এর ২৩ অক্টোবরের এল হিউম্যানাইট তাহলে আমরা এই ঘটনাকে উপেক্ষা করব যে ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদী শাসনেরই ফসল এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমরা সম্মুখীন হব সমগ্র ব্যবস্থার''।

সামান্য কয়েকটা লাইনের মধ্য দিয়ে এর থেকে বেশি বিভ্রান্তিকর ভ্রম হওয়া কঠিন।

ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা অসম্ভব কারণ তারা ''পুঁজিবাদী শাসনেরই এক ফসল''। এর অর্থ আমাদের সমগ্র সংগ্রামকে অস্বীকার করা কাবণ সমসাময়িক সামাজিক ব্যধিগুলি ''পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই ফল''।

ফ্যাসিস্টরা যখন একজন বিপ্লবীকে হত্যা করে, অথবা শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্রের ছাপাখানায় অগ্নি সংযোগ করে, শ্রমিকদের দার্শনিকদের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে হবে- হায় হত্যা এবং অগ্নিসংযোগ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই ফসল'', আর এই সহজ নীতিবাক্যগুলি সঙ্গে নিয়ে তারা বাড়ি চলে যাবে। বস্তুঃত মার্কসের সংগ্রামী তত্ত্ব প্রতিস্থাপিত হয় অদৃষ্টবাদী দর্শনের দ্বারা, যা শ্রেণীশত্রুদের পক্ষে সুবিধাজনক ছাড়া আর কিছু নয়। পেটি বুর্জোয়ার ধ্বংসসাধন অবশ্যই পুঁজিবাদী ব্যবস্হারই ফসল। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কলেবরে বৃদ্ধি আবার পেটি বুর্জোয়ার ধ্বংসসাধনেরই ফল,কিন্তু আবার অন্য দিকে দুঃখদুর্দশার বৃদ্ধি এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ ও পুঁজিবাদেরই ফসল, আর মিলিশিয়া শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতারই ফসল। তাহলে কেন এল হিউম্যানাইট এর ''মার্কসবাদীদের'' কাছে ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলি পুঁজিবাদের আইনসম্মত ফল আর মিলিশিয়া ট্রটস্কিপন্থীদের মস্তিস্কপ্রসূত এক বেআইনী বস্তু। এই বিশ্লেষণ থেকে বাস্তবত কিছু উদ্ধার করাই অসম্ভব।

আমাদের বলা হয়

''আমাদের সমগ্র ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাভাবনা করতে হবে''।

কিভাবে ? জনগণের মাথার উপর দিয়ে বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিস্টরা শুরু করেছে বন্দুক দিয়ে যা শেষ হচ্ছে শ্রমিক সংগঠনগুলির সমগ্র ''ব্যবস্থাকে'' ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। তাহলে আর কিভাবে শত্রুর সশস্র আক্রমণকে রোখা যাবে যদি না আমাদের তরফে আক্রমণাত্মক হবার জন্য সশস্র রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ না করা হয়?

এল হিউম্যানাইট আত্মরক্ষার কথাকে মুখে স্বীকার করে, কিন্তু তা কেবলমাত্র ''গণ আত্মরক্ষামূলক কমিটির'' রূপের মধ্য দিয়ে । মিলিশিয়া ক্ষতিকারক, কারণ তা নাকি আক্রমণের বাহিনীগুলিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তাহলে কিভাবে এখন ফ্যাসিস্টদের মধ্যে স্বাধীন সশস্র বাহিনীর অস্তিত্ব আছে যারা প্রতিক্রিয়াশীল জনগণ থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়, বরং উল্টোদিকে তাদের সুসংগঠিত আক্রমণের মাধ্যমে তারা সেই জনগনকে উৎসাহিত করে আর সাহসিকতায় উজ্জীবিত করে? অথবা বোধহয় শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণাত্মক গুণাবলী শ্রেনীচ্যুত পেটি বুর্জোয়া জনগণের তুলনায় নিম্নতর মানের?

নিরাশাজনকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে, এল হিউম্যানাইট শেষমেষ দোদুল্যমানতায় ভুগতে শুরু করে- মনে হচ্ছে যে জনগনের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরণের ''আত্মরক্ষামূলক উপদল''। মিলিশিয়া, যাকে বর্জন করা হয়েছে, তার পরিবর্তে বিশেষ ধরনের উপদল বা বাহিনীর কথা প্রস্তাব করা হয়। প্রথম দর্শনে এটাই মনে হবে যে পার্থক্য শুধুমাত্র নামের । অবশ্যই এল হিউম্যানাইট প্রস্তাবিত নাম কিছুই বোঝায় না, কেউ ''জনগণের আত্মরক্ষার'' কথা বলতেই পারে, কিন্তু ''আত্মরক্ষামূলক উপদলের'' কথা ঘোষণা করা অসম্ভব, যেহেতু এই উপদলগুলির উদ্দেশ্যে হবে নিজেদের রক্ষা করা নয় বরং শ্রমিক সংগঠনগুলিকে রক্ষা করা। যাই হোক, বিতর্কটা নাম নিয়ে নয়। এল-হিউম্যানাইট এর মতে ''আত্মরক্ষামূলক উপদলগুলির'' অস্ত্রের ব্যবহারের দাবীকে অস্বীকার করা উচিত যাতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চিন্তা গ্রাস না করতে পারে। এই মহাবিজ্ঞরা শ্রমিকশ্রেণীকে মনে করে এক অবোধ শিশু, যার হাতে কখনও অস্ত্র থাকতে দেওয়া উচিত নয়। অথার্ৎ তাদের মতে অস্ত্রের একচেটিয়া মালিক হল ক্যামেলটস ভু রুই (ফরাসী রাজতন্ত্রবাদীরা, যারা জড়ো হয়েচিছল চার্লস মউরার পত্রিকা ''অ্যাকশন ফ্যানকেইস'' এ কেন্দ্র করে যা ছিল চরমভাবে গণতন্ত্র বিরোধী), যারা ''পুঁজিবাদের আইনী ফসল'' আর যারা অস্ত্রের সহায়তায় ''গণতান্ত্রিক'' ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করেছে। যেকোন ক্ষেত্রেই কিভাবে ''আত্মরক্ষামূলক উপদলগুলি'' ফ্যাসিস্টদের বন্দুকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবে? অবশ্যই ''আদর্শগতভাবে''।

অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা আত্মগোপন করবে। তাদের হাতে যা দরকার ছিল তা না পেয়ে তারা তাদের পদযুগলকে ব্যবহার করে ''আত্মরক্ষা করবে''। আর সেই সময়ে ফ্যাসিস্টরা শ্রমিক সংগঠনগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করবে । কিন্তু যদি প্রলেতারিয়েত চরম পরাজয় বরণ করে তাহলে কোনভাবেই তাকে অভিযুক্ত করা হবে না ''বিপ্লবী অভ্যুত্থানের'' মতাদর্শের শিকার হিসাবে।

বলশেভিকবাদের পতাকার তলায় জড়ো হওয়া এই বাচাল প্রতারকরা কেবলমাত্র বিরক্তি ও ঘৃণার উদ্রেক করে।

''তৃতীয় পর্যায়ের'' সুখমগ্ন স্মৃতির পর্বে- যখন এল-হিউম্যানাইট এর কুশলী সেনাপতিরা বিকারগ্রস্ত অবস্থায় প্রতিদিন রাস্তাগুলি দখল করে যারা তাদের অতিবাম অবস্থানের পক্ষে দাঁড়ায় না, তাদের প্রত্যেককে ''সামাজিক ফ্যাসিবাদী'' হিসাবে অভিহিত করেছিল, আমরা ভবিষ্যদ্বানী করেছিলাম - ''যে মুহূর্তে এই ভদ্রলোকেরা নিজেদের আঙুলের ডগা পুড়িয়ে ফেলবে, তারা চূড়ান্ত সুবিধাবাদে নিমজ্জিত হবে''। আজ সেই ভবিষ্যদ্বানী সম্পূর্ণরূপে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমন একটা সময়ে, যখন সোস্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে মিলিশিয়ার পক্ষে আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শক্তিশালী হচ্ছে, তথাকথিত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব অগ্রণী শ্রমিকদের লড়াকু চিন্তাকে প্রশমিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর থেকে অধিকতর নীতিভ্রষ্ট এবং ক্ষতিকারক কাজের কথা কি কেউ কল্পনা করতে পারে?

সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যে মাঝেমাঝে বিরোধিতা শুনতে পাওয়া যায়- ''মিলিশিয়া অবশ্যই তৈরী করতে হবে কিন্তু তার জন্য চিৎকার করার কোন প্রয়োজন নেই''।

কেউ সেই কমরেডদের কেবলমাত্র অভিনন্দন জানাতে পারেন যারা তাদের অনুসন্ধিৎসু মন থেকে পরিস্থিতির ব্যবহারিক দিককে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু এটা ভাবা বড় বেশি শিশুসুলভ হবে যে মিলিশিয়া চার দেওয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে অদৃশ্য অবস্থায় এবং গোপনে তৈরী হয়ে যাবে। আমাদের দরকার শত শত এবং পরবর্তীকালে হাজার হাজার সৈনিক। তারা আসবে কেবলমাত্রে লাখে লাখে পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিক এবং তাদের পিছনে কৃষকরা মিলিশিয়ার প্রয়োজন অনুভব করে এবং সক্রিয় কর্মীবাহিনীর চারপাশে তীব্র সহানুভূতিশীলতা এবং সক্রিয় সমর্থনের এক পরিবেশ তৈরী করে। ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাগুলি বিষয়টার ব্যবহারিক দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং অবশ্যই হবে। রাজনৈতিক প্রচারকে অবশ্যই প্রকাশ্যে সমাবেশে নিয়ে আসতে হবে। মিলিশিয়ার মূল কর্মীবাহিনী হবে অবশ্যই শিল্প শ্রমিকরা যারা তাদের কর্মস্থগুলিতে সংঘবদ্ধ হবে, পরস্পরকে জানবে এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ আমলাদের তুলনায় আরো বেশি সহজে এবং নিশ্চিন্তভাবে শত্রুপক্ষের দালালদের প্ররোচনার বিরুদ্ধে নিজেদের লড়াকু বাহিনীকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জনগনের প্রকাশ্য অংশগ্রহণ ছাড়া শত্রুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কর্মী বাহিনীর অগ্রগতি বিপদের মুহূর্তগুলিকে মাঝপথেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগঠনকে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে কোন পার্থক্যসূচক সীমারেখা নেই। হাতে হাত মিলিয়ে তাদেরকে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। জনগনের গণফৌজের সাফল্যে তাহলে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হবে।

''কিন্তু শ্রমিকরা বন্দুক পাবে কোথায়'' প্রশ্ন তোলে সংযত ''বাস্তববাদীরা'' - অর্থাৎ বলতে গেলে, ভীত ফিলিস্তিনরা - ''শত্রুর কাছে আছে অজস্র বন্দুক, কামান, ট্যাংক গ্যাস এবং উড়োজাহাজ। শ্রমিকদের আছে সামান্য কয়েকশ রিভলবার আর পকেটে রাখা ছুরি''।

এই বিরোধিতার মধ্যে যা কিছু যুক্তি তার পুরোটাই আসলে শ্রমিকদের ভয় পাওয়ানোর জন্য। একদিকে আমাদের বিজ্ঞ পন্ডিতেরা ফ্যাসিস্টদের অস্ত্রকে রাষ্ট্রের অস্ত্রাদি হিসাবে সনাক্ত করে। অন্য দিকে ওরা রাষ্ট্রের কাছে দাবী করে ফ্যাসিস্টদের নিরস্ত্র করার জন্য। অসাধারণ যুক্তি। বস্তুত উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থান ভুল। ফ্রান্সে ফ্যাসিষ্টরা এখনো রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অবস্থা থেকে অনেক দূরে। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারা রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে যখন তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নটি সামনে আসে, কামান আর ট্যাংকের যুক্তি দেওয়াটা ভুল। ফ্যাসিস্টরা অবশ্যই আমাদের থেকে অধিক সমৃদ্ধশালী। তাদের পক্ষে অস্ত্র কেনাটা অনেক বেশি সহজ। কিন্তু শ্রমিকরা সংখ্যায় বেশি আর তারা যখন দৃঢ় বিপ্লবী নেতৃত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, তারা অনেক বেশি দৃঢ় সংকল্প আর উৎসর্গীকৃত হয়।

অন্য উপায়গুলি ছাড়াও, শ্রমিকরা ফ্যাসিস্টদের নিরস্ত্র করার মধ্য দিয়ে

নিজেরা সশস্ত্র হতে পারে। এটা এখন ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলির একটি। যখন ফ্যাসিস্ট অস্ত্রভান্ডারকে লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে, শ্রমিকদের অস্ত্র সংগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংক এবং ট্রাস্টগুলি তাদের ঘাতক রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্র যোগান দেওয়ার ব্যাপারে বেশি বিচক্ষণতা দেখাবে। এই ক্ষেত্রে এমনকি এটাও সম্ভব, কিন্তু সেটা কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে মালিকরা বিপদের সংকেত পেয়ে বাস্তবত ফ্যাসিস্টদের অস্ত্র যোগান দেওয়া বন্ধ করতে শুরু করবে, যাতে শ্রমিকদের হাতে উপর্যুপরি অস্ত্র সঞ্চয় বন্ধ হয়। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে এটা জানি যে রাষ্ট্রের ছাড়,''সংস্কার'' গুলির পরোক্ষ ফল হিসাবে বিপ্লবী কৌশল জয় লাভ করতে পারে।

কিন্তু ফ্যাসিস্টদের কিভাবে নিরস্ত্র করা হবে? স্বাভাবিকভাবে কেবলমাত্র সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে তা করা অসম্ভব। লড়াকু বাহিনীগুলিকে অবশ্যই তৈরি করতে হবে। সেই সৈন্যবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হাজার হাজার সংবাদদাতা আর বন্ধুস্থানীয় সাহায্যকর্তারা সব দিক থেকেই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করবে যখন তারা বুঝবে যে আমরা আমাদের দায়িত্বভার গুরুত্বের সঙ্গেই সম্পাদন করছি। এর জন্য শ্রেণীগত কার্যক্রমের ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু ফ্যাসিস্টদের অস্ত্র লুণ্ঠন একমাত্র কর্মপদ্ধতি হতে পারে না। ফ্রান্সে এক মিলিয়নেরও বেশী সংগঠিত শ্রমিক আছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে সংখ্যার বিচারে তা ক্ষুদ্র। কিন্তু শ্রমিকদের গণফৌজের সংগঠন শুরু করার পক্ষে তা সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট। যদি পার্টিগুলি এবং ইউনিয়নগুলি তাদের এক দশমাংশ সদস্যকে সশস্ত্র করে, তাহলে ইতোমধ্যে ১০০০০০ লোকের শক্তি একত্রিত হওয়ার কথা। নিঃসন্দেহে শ্রমিক মিলিশিয়া গঠনের উদ্দেশ্যে যুক্তমোর্চার আহ্বানের পরবর্তী পর্যায়ে যে কর্মীবাহিনী এগিয়ে আসবে, তার সংখ্যা এর থেকেও অনেক বেশী হবে। শ্রমিকদল এবং ইউনিয়নগুলির সাহায্য, সংগৃহীত অর্থাদি ও কর্মীবাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রদত্ত অর্থাদির বলে এক থেকে দু মাসের মধ্যে ২,০০০০০ থেকে ২,০০০০০ শ্রমিক শ্রেণীর লড়াকু কর্মীদের সশস্ত্র করা সম্ভব হবে। ফ্যাসিস্টদের লুম্পেন বাহিনী ল্যাজ গুটিয়ে পলায়নের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেবে। সমগ্র পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে অনেক বেশি অনুকূল হয়ে পড়বে।

অস্ত্রের অনুপস্থিতি বা অন্যান্য বিষয়গত কারণগুলিকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে যখন এটা ব্যাখ্যা করা হয় যে কেন মিলিশিয়া এখনো অবধি গঠন করার কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি, তা নিজেকে এবং অন্যান্যদের বোকা বানানো ছাড়া আর কিছু নয়। মূল বাধা, বলতে গেলে একমাত্র বাধার উৎস হল শ্রমিক দলগুলির রক্ষণশীল এবং নিষ্ক্রিয় চরিত্র। সন্দেহবাতীক নেতৃত্ব প্রলেতারিয়েতের শক্তির উপর ভরসা রাখে না। তৃণমূল স্তরের আলোড়িত শক্তিকে বিপ্লবী দিশা দেখাবার পরিবর্তে তারা উপর থেকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ধরণের কাকতালীয় ঘটনার উপর সমস্ত রকম আশা রাখে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকদের তাদের নেতৃত্বকে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে যাতে এরা তৎক্ষনাৎ শ্রমিক মিলিশিয়া গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করে অথবা নবীন প্রজন্মকে জায়গা ছেড়ে দেয়।

রাজনৈতিক প্রচার এবং বিক্ষোভ কর্মসূচী ছাড়া ধর্মঘটের কথা ভাবা যায় না। ধর্মঘটের জন্য অবশ্য প্রয়োজন পিকেটিংকারীদেরও, যারা পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তির মাধ্যমে ধর্মঘটের উপযোগিতা পেশ করে জনগণকে তার পক্ষে নিয়ে আসবে, আবার বাধ্য হলে শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না। ধর্মঘট শ্রেণী সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা মৌলিকরূপ, যা বিভিন্ন মাত্রায় ''আদর্শগত'' পদ্ধতির সঙ্গে ''আক্রমণের'' পদ্ধতির সংমিশ্রন ঘটাবে। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম মূলতঃ এক রাজনৈতিক সংগ্রাম, যার জন্য প্রয়োজন মিলিশিয়া ,ঠিক যেমনভাবে ধর্মঘটের জন্য প্রয়োজন পিকেটিংকারী। বস্তুতঃ পিকেট হল শ্রমিকদের গণভৌজেরই ভ্রণাবস্থার রূপ। যে ''শারীরিক'' সংগ্রামের দাবীকে অস্বীকার করে, সে মূলত সমগ্র সংগ্রামকেই বর্জন করে, কারণ শারীরিক সংগ্রাম ছাড়া ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের উদ্দীপনা স্থায়ী হতে পারে না।

মহান সামরিক তাত্ত্বিক ক্লাউস্‌ওয়াইটস্‌ এর চমৎকার উক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ এক ভিন্ন রূপে রাজনীতিরই ধারাবাহিকতা। গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রেই একই সংজ্ঞা প্রযোজ্য। শারীরিক সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামেরই আরেক অভিব্যক্তি। এদের একটাকে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো অনুমোদনীয় নয়, কারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম যখন আন্তঃ প্রয়োজনীয়তার তাগিদে শারীরিক সংগ্রামে পর্যবসিত হয়, তখন তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বিপ্লবী পার্টির কর্তব্য সঠিক সময়ে আগাম ইঙ্গিত দেওয়া যে কখন রাজনৈতিক সংগ্রাম অপরিহার্যভাবে প্রকাশ্য সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপান্তরিত হবে আর সমগ্র শক্তি নিয়ে সেই মুহূর্তের প্রস্তুতি নেওয়া, ঠিক যেমনভাবে শাসকশ্রেণীরা প্রস্তুতি নেয়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তৈরী গণফৌজের বাহিনীগুলি শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্র করার পথে প্রথম পদক্ষেপ, শেষ নয়। আমাদের স্লোগান হল

''শ্রমিক শ্রেণী আর বিপ্লবী কৃষকদের সশস্ত্র কর''।

শ্রমিকশ্রেনীর মিলিশিয়া, শেষ বিচারে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করবে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষদের। এই কর্মসূচীর সম্পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হবে কেবলমাত্র শ্রমিক রাষ্ট্রে, যার হাতে উৎপাদনের সমগ্র উপকরণ হস্তান্তরিত হয়েছে এবং ফলস্বরূপ ধ্বংসের সমগ্র উপকরণ অর্থাৎ অস্ত্রাদি তৈরীর কারখানাগুলির মালিকানাও হস্তান্তরিত হয়েছে।

তবে খালি হাতে শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কেবলমাত্র রেনাইডেলের মত রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু ব্যক্তিরাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের শান্তিপ্রিয়, সংসদীয় পথের কথা বলতে পারে। সংসদীয় পথে চলার পথে রয়েছে পরিখাগুলি যেগুলি ফ্যাসিস্ট বাহিনীর দখলে। সম্মুখে একটি পরিখাকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না,যা পেরিয়ে সামনে যাওয়া যায়। শ্রমিক শ্রেণীকে ক্ষমতা দখলে থেকে নিবৃত্ত করার জন্য, বুর্জোয়ারা পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় উপর্যুপরি ক্যুদেতার পথ বেছে নিতে দ্বিধা করবে না।

(সূত্র : পিয়ের রেনাউডেল (১৮৭১ - ১৯৩৫)- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সমাজতন্ত্রী নেতা জিয়েন জাউরেস এর দক্ষিণহস্ত এবং এল হিউম্যানাইট এর সম্পাদক। যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণপন্থী সামাজিক দেশপ্রেমিক। ১৯৩০ এবং পরবর্তীকালে তিনি এবং মারসেল ডিরেট সংশোধনবাদী ''নব্য-সমাজন্ত্রী'' প্রবণতার নেতৃত্ব দেন। ১৯৩০ এ জুলাই কনভেনশনে ভোটাভুটিতে পরাস্ত হয়ে, এই প্রবণতা সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে। ১৯৩৪ এর ৬ই ফেব্রুয়ারীতে ফ্যাসিস্ট দাঙ্গার পর, অধিকাংশ ''নব্যরা'' ফরাসী পুঁজিপতিদের মূল দল, র‍্যাডিকাল পার্টিতে যোগদান করে।)

শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কেবলমাত্র বিপ্লবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

প্রত্যেকটি বিপ্লব পরিপক্ক হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিকাশের মধ্য দিয়ে, কিন্তু তা নির্ধারিত হয় পরস্পর বিবাদমান শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রকাশ্য সশস্ত্র সংঘর্ষের দ্বারা। বিপ্লবের বিজয় সম্ভব কেবলমাত্র দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বিক্ষোভ কর্মসূচী, রাজনৈতিক শিক্ষা এবং জনগণের সংগঠনের ফসল হিসাবে। কিন্তু সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত অনেক আগে থেকে।

অগ্রণী শ্রমিকরা অবশ্যই জানবে যে তাদের লড়াই করতে হবে আর স্বেয় মুক্তির আবশ্যিকশর্ত হিসাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে **ভবিষ্যতের** রূপরেখা

''আমেরিকান সমস্যা গুলির উপর কিছু প্রশ্ন'' থেকে উদ্ধৃত

চতুর্থ আন্তর্জাতিক, অক্টোবর ১৯৪০

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণীর পশ্চাৎপদতা কেবলমাত্র একটি আপেক্ষিক পরিভাষা।

অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকে দেখতে গেলে, তা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শ্রমিক শ্রেণী, প্রযুক্তিগত বিদ্যা আর তার জীবনযাপনের মানের পরিপ্রেক্ষিতে।

মার্কিন শ্রমিকরা প্রচন্ড লড়াকু, যা ধর্মঘটগুলির মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। তারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জঙ্গী ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করেছে। আমেরিকার শ্রমিকদের যার অভাব, তা হল তার সমাজে শ্রেণীগত অবস্থানের সামগ্রিক মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণের ক্ষমতার। সামাজিক চিন্তার এই অভাবের উৎস লুকিয়ে আছে দেশের সামগ্রিক ইতিহাসের মধ্যে...

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করা উচিত।

সবকটি দেশেই, যেখানে ফ্যাসিবাদ বিজয় লাভ করেছে , ফ্যাসিবাদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং তার জয়ের আগের আমরা দেখেছি জনগণের - শ্রমিক, দরিদ্রতর কৃষক এবং পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর র‍্যাডিকাল চিন্তাভাবনার প্রসার। ইতালীতে যুদ্ধের পরে এবং ১৯২২ সালের পূর্বে আমরা দেখেছি এক বিপ্লবী ঘটনাপ্রবাহ যার অভিব্যক্তিগুলি ছিল অসাধারণ। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো অসার হয়ে গিয়েছিল, পুলিশবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না, ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্বেয় ইচ্ছা বলে যে কোন কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম ছিল, কিন্তু যা ছিল না তা হল একটি বিপ্লবী দল যা ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম। এর প্রতিক্রিয়ায় এল ফ্যাসিবাদ।

জার্মানীতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ১৯১৮ সালে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল, বুর্জোয়া শ্রেণী এমনকি ক্ষমতায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলেনি। সোস্যাল ডেমোক্রাটরা বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এরপর ১৯২২-২৩-২৪ এই পর্বে শ্রমিকরা পুনঃপ্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এই পর্বে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির দেউলিয়াপনা, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ১৯২৯-৩০-৩১ এই পর্বে জার্মান শ্রমিকরা পুনরায় নতুন বিপ্লবী আলোড়ন শুরু করেছিল।

কমিউনিস্টদের এবং ট্রেড্র ইউনিয়নগুলির হাতে বিরাট ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তখনই এল সামাজিক ফ্যাসিবাদ এর বিখ্যাত নীতি (স্তালিনবাদী আন্দোলনের অংশ হিসাবে), যে নীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেনীকে আসার করে দেবার জন্য। কেবলমাত্র এই তিনটি অসাধারণ বিপ্লবী আলোড়নের পরই ফ্যাসিবাদ বড় আন্দোলন হিসাবে মাথা তুলল। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও হয় নি - ফ্যাসিবাদ কেবলমাত্র তখনই ক্ষমতায় এসেছে যখন শ্রমিক শ্রেণী স্বহস্তে সমাজের ভাগ্য গড়তে চূড়ান্ত অযোগ্যতা দেখিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে সেখানে ফ্যাসিস্ট উপাদান আছে, আর তাদের সামনে রয়েছে ইতালী আর জার্মানীর উদাহরণ। সেই কারণে তারা কাজ করবে অধিকতর দ্রুত গতিতে, কিন্তু আমাদের সামনে রয়েছে অন্য দেশগুলির উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রে পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হবে জনগণের বিপ্লবী আলোড়ন দ্বারা, ফ্যাসিবাদ দ্বারা নয়। অবশ্যই যুদ্ধ কিছু সময়ের জন্য র‍্যাডিকাল চিন্তার প্রসারকে রুদ্ধ করবে, কিন্তু তার পরে তা বিপ্লবী চিন্তার প্রসারকে অধিকতর দ্রুতগতি প্রদান করবে।

আমাদের অবশ্যই সামরিক একনায়কতন্ত্রকে - যা সামরিক ব্যবস্থা, বাহিনী, একচেটিয়া পুঁজির একনায়কতন্ত্র, কিন্তু যাকে ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রর ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হল জনগণের বৃহদাংশের বেপরোয়া মনোভাব। যখন বিপ্লবী দলগুলি তাদের প্রতারণা করে, যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব (ভ্যানগার্ড) তাদের পরিচালনা করে বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে নিজেদের অযোগ্য বলে প্রমাণ করে, তখন এবং কেবলমাত্র

তখনই কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বেকার যুবক-যুবতী, সৈন্যরা ইত্যাদি ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে।

সামরিক একনায়কতন্ত্র সম্পূর্নভাবে এক আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যা চাপিয়ে দেওয়া হয় সামরিক শক্তি দ্বারা এবং যা জনগণকে ছত্রভঙ্গ ও পদানত করার উপর ভিত্তি করে ঠিকে থাকে। কিছু সময় পর স্বেয় আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে জনগণ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

বিপ্লবী দল তৈরী কর

প্রত্যকটি রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায় যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল :

আমরা কি সংকটময় মুহুর্তে শক্তিশালী দল গঠনে সফল হব? ফ্যাসিবাদ কি আগে থেকে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে না? ফ্যাসিবাদী পর্বের বিকাশ কি অবশ্যম্ভাবী নয়?

ফ্যাসিবাদের সাফল্যগুলি সহজেই মানুষকে দিশাহীন করে তোলে, ভুলিয়ে দেয় যে প্রকৃত কোন শর্তগুলি ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করা আর তার সম্ভাব্য জয়ের জমি তৈরী করার জন্য দায়ী। তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্টের শ্রমিকদের কাছে এই শর্তগুলির সুস্পষ্ট ধ্যানধারণা থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ন। আমরা নিম্নলিখিত বিষয়কে একটি ঐতিহাসিক সূত্র হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে পারি- ফ্যাসিবাদ সেই সমস্ত দেশগুলিতে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে, যেখানে রক্ষণশীল শ্রমিক দলগুলি প্রলেতারিয়েতকে বিপ্লবী পরিস্থিতির সদব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করতে নিবৃত্ত করেছে। জার্মানীতে বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল দুবার - ১৯১৮ - ১৯ এবং ১৯২৩ - ২৪ এই পর্বে। এমনকি ১৯২৯ সালেও, প্রলেতারিয়েতের পক্ষে সরাসরি ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম সম্ভব ছিল। এই তিনটি ক্ষেত্রে সোস্যাল ডেমোক্রাসি এবং কমিটার্ন (স্তালিনবাদীরা) ক্ষমতা দখলের লড়াইকে অসৎভাবে ও অনৈতিকভাবে ধ্বংস করেছিল আর ফলস্বরূপ সমাজকে অচলাবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল। কেবলমাত্র এই অবস্থাগুলির জন্য এবং এই পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের ঝোড়ো উত্থান আর শক্তি অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

একটা নিদিষ্ট পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল করতে পারার অক্ষমতার দরুন। সাম্রাজ্যবাদ তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ফাসিস্ট দল, যা নিজেকে রাষ্ট্রক্ষমতায় উত্তীর্ণ করে, সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদিকা শক্তিগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তিপুঁজির সঙ্গে নয়, বরং রাষ্টের জাতীয় গন্ডিগুলির সঙ্গে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। সাম্রাজ্যবাদ এই দ্বন্দ্বেরই চরম রূপ। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজি এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চায় রাষ্ট্রের সীমানাকে বৃদ্ধি করা , নতুন নতুন এলাকা দখল ও এই ধরণের কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়ে। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-জীবনের এই সমস্ত দিকগুলি ফিনান্স পুঁজির হাতে সমর্পণের মধ্য দিয়ে এক অতিজাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠন, সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা, মহাদেশগুলি সহ সমগ্র পৃথিবীর উপর শাসন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার এই পরিলক্ষণগুলির প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে এবং সবকটিকে সামগ্রিকভাবে আমরা এতদূর পর্যন্ত বিশ্লেষণ করেছি যতদূর পর্যন্ত তারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় অথবা পুরোভাগে দৃশ্যমান হয়।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং গত শতকের সমৃদ্ধশালী ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা উভয়েই সমানভাবে দেখায় যে প্রত্যেকক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ হল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পর্যায়ের অন্তিম যোগসূত্র যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংমিশ্রণ।

পুঁজিবাদী সমাজের চরমতম সংকট, শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার প্রসার, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি এবং গ্রাম্য ও শহুরে পেটি বুর্জোয়ার তরফে পরিবর্তনের জন্য আকুলতা, বড় বুর্জোয়ার চরম দোদুল্যমানতা ,বিপ্লবী

সামাজিক সংকটের বৃদ্ধি, পেটি বুর্জোয়ার হতাশা ও তার পরিবর্তনের জন্য আকুলতা, পেটি বুর্জোয়ার সমবেত উন্মাদনা তার কাকতলীয় ঘটনাতে বিশ্বাস করতে শুরু করা ও হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হওয়া, যে প্রলেতারিয়েত তার আশা ভরসাকে প্রতারণা করেছে তার প্রতি বৈরীতা বৃদ্ধি পাওয়া। এই বিষয়গুলিই ফ্যাসিস্ট দলের দ্রুত গঠন এবং বিজয়ের পূর্বশর্ত।

এটা বাস্তবত: প্রমাণিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবীকরণ প্রায় একচেটিয়াভাবে ইউনিয়ন আন্দোলনের (সি.আই.ও) পরিধির মধ্যে কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছে। যুদ্ধ পূর্ববর্তী পর্ব এবং তার পর যুদ্ধ নিজে এই বিপ্লবীকরণের প্রক্রিয়ার গতিকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করতে পাবে, বিশেষত: যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যার শ্রমিকরা যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্পগুলিতে নিয়োজিত হয় কিন্তু খুব বেশিদিনের জন্য তা হতে পারে না। বিপ্লবীকরণের দ্বিতীয় পর্ব অধিকতর তীব্র চরিত্র ধারণ করবে। স্বাধীন শ্রমিক দল গঠনের প্রশ্নটি সমসাময়িক কর্মসূচী হিসাবে দেখা দেবে। আমাদের উত্তবণকালীন দাবীগুলি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ফাসিস্ট প্রবণতাগুলির পশ্চাদপসারণ ঘটবে, তারা রক্ষাত্মক অবস্থান গ্রহন করে অধিকতর অনুকূল অবস্থার জন্য অপেক্ষা করবে। এটাই নিকটতম দিশা। শক্তিশালী বিপ্লবী দল গঠনে আমাদের সাফল্যর সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার থেকে মূল্যহীন কাজ আর কিছু হতে পারে না। আমাদের সম্মুখে রয়েছে এক অনুকূল দিশা, যা বিপ্লবী কর্মকান্ডের সমস্ত রকম ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করছে। যা প্রয়োজন তা হল সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করা আর বিপ্লবী দল গঠন করা।